মুফতী কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম

১

ইকামাতুস সালাত

মুফতী কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম

প্রধান মুহাদ্দিস, জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুবহে সাদেক

وَمَاآتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا – سورة الحشر ٧

অনুবাদঃ "আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।"

(সূরা আল-হাশর ঃ ৭)

অতএব, ইবাদাতের সকল বিষয় কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা, এ উম্মতের ইবাদাতের সব বিষয় মহান আল্লাহ্ কেবল তাঁকেই জানিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত সম্পর্কে বলেন-

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّى– (البخارى–١/٨٨ باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة و الاقامة..........)

অনুবাদঃ "আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখ সেভাবে সালাত পড়।"

(বুখারী-১/৮৮, অধ্যায়-মুসাফির যখন জামায়াতবদ্ধ হবে তখন তাদের আযান ও ইকামাত)

আল কুরআনের পাতায় ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের একটি দুআ এভাবে অলংকৃত হয়েছে ঃ

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا– (سورة البقرة–١٢٨)

অনুবাদঃ এবং আমাদেরকে দেখিয়ে দিন আমাদের ইবাদাতের বিষয়সমূহ।

(সূরা আল-বাকারা-১২৮)

অর্থাৎ ইবাদাত হবে না কখনো মনগড়া, ইবাদাত হতে হবে কেবল আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী।

একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ وَفِى أُخْرٰى لِتَاْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ- (مسلم/١٩٤١ باب رمى جمرة العقبة.....-)

অনুবাদ : "তোমাদের ইবাদাতের বিষয়াবলী আমার থেকে গ্রহণ কর।" (মুসলিম-১/৪১৯, অধ্যায়-জামরাতুল আকাবা নিক্ষেপ)

উক্ত হাদীসে বর্ণিত مناسك শব্দটি বিশেষভাবে হজ্বসংক্রান্ত ইবাদাতসমূহ এবং ব্যাপকভাবে সব ধরনের ইবাদাতকে বুঝায়।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো ইবাদাতের কোনো বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অপর কারো থেকে নেয়া যাবে না। এমনটা করা হলে তা কী ধরনের পরিণাম ডেকে আনবে আল কুরআনে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْأَمْرِه أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ —

(سورة النور—٦٣)

অনুবাদঃ "যারা তাঁর (রাসূল) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, তাদের উপর কোনো বিপর্যয় আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কোনো যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি।"
(সূরা আন-নূর-৬৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ اَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ- (البخارى و مسلم و ابن ماجة- ص-٣ - باب اتباع سنةرسول الله صلى الله عليه وسلم) ولمسلم فى رواية أخرى مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَرَدٌّ-

অনুবাদঃ "আমাদের এই (দ্বীন) বিষয়ে যে এমন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"

(বুখারী মুসলিম, ইবনু মাজাহ-পৃষ্ঠা-৩, অধ্যায়- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুসরণ)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, "যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো, যার উপর আমাদের আদেশ নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত"।
অতএব, যাবতীয় ইবাদাত বিষয়ে প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণই হলো চূড়ান্ত। ইবাদাতের মধ্যে তাওহীদ রক্ষা না করলে যেমন ইবাদত বাতিল, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া সুন্নাহর কাঠামো রক্ষা না করলেও তা বাতিল হয়ে যাবে। ইবাদাতের তাওহীদ যেমন আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য, অনুসরণের তাওহীদ তেমনি আল্লাহর বিধান অনুসারে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাপ্য। উভয় তাওহীদ রক্ষা হলেই কেবল ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় নয়।

إِقَامَةُ الصَّفِّ সফ কায়েম করা ও تَسْوِيَةُ الصَّفِّ সফ সোজা করার বিষয়টিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত কায়েমের অঙ্গ হিসেবে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী নিয়মানুসারে যিনি যুদ্ধের ইমাম তিনি সালাতেরও ইমাম এবং উভয় ক্ষেত্রে একই শক্তিশালী শৃঙ্খলাবোধ কাজ করে। তাই রণাঙ্গনের সেনাধ্যক্ষের মতোই শক্তিশালী নির্দেশ জারি করে তিনি বলেন-

أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا– بخارى ١/١٠٠ باب اقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف

"তোমরা তোমাদের সফগুলো কায়েম কর এবং একে অপরের সাথে (সীসার মতো) দৃঢ় নিচ্ছিদ্র হও। (বুখারী ১/১০০, অধ্যায়-সফ সোজা করার সময় ইমাম কর্তৃক মানুষদের অভিমুখী হওয়া) আল্লামা আইনী تَرَاصُّوا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন-

تَضَامُّوْا وَتَلاَصَقُوْا حَتّٰى يَتَّصِلَ مَا بَيْنَكُمْ وَلاَيَنْقَطِعَ– (عمدة القارى–(٣٥٥/٤)

অনুবাদঃ পরস্পর মিলে যাও। একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাও। যাতে তোমাদের মাঝে সংযোগ সৃষ্টি হয় এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না হয়। (উমদাতুল কারী-৪/৩৫৫)

অপর একটি নির্দেশে তিনি বলেন- رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ তোমাদের সফগুলো সংঘবদ্ধ কর (যেন সীসা ঢেলে সেগুলোকে সুদৃঢ় ও ভরাট করে দেয়া হয়েছে)।

সারিবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনা পরিচালকের নির্দেশাবলীর মতো এমন জোরদার হুকুম দিতেন যাতে অলস অচেতন ব্যক্তিগুলোও তৎপর এবং সতর্ক ও সচেতন হতে বাধ্য হবে। ইমাম আহমাদ কর্তৃক সংগৃহীত ও আবু উমামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এমনি একটি নির্দেশ ধ্বনিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَتُسَوُّنَّ الصُّفُوْفَ اَوْ لَتُطْمَسَنَّ الْوُجُوْهُ– (أحمد)

অনুবাদঃ “(আল্লাহর কসম) হয় তোমরা সফগুলো সোজা নিশ্চিদ্র করবে আর না হয় তোমাদের চেহারাগুলো মুছে ফেলা হবে।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

أَقِيْمُوْا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّ اِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ
(البخارى ١/١٠٠ باب اقامة الصف من تمام الصلاة)

অনুবাদঃ তোমরা সালাতের মধ্যে সফ কায়েম কর। কেননা, সফ কায়েম করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।
(বুখারী-১/১০০, সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফ প্রতিষ্ঠায় সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত)

এখানে যে সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে তা মুসতাহাব সৌন্দর্য নয় বরং ওয়াজিব সৌন্দর্য। কেননা, আল্লাহ বলেন-

اَ لَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً– (سورة الملك–٢)

অনুবাদঃ যিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে পরীক্ষা করতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কার আমল অধিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত।

(সূরা আল-মুলক-২)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন-

اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً – (سورة الكهف–٣٠)

অনুবাদঃ যে ব্যক্তি কোনো আমলকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে, আমরা তার প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

(সূরা কাহাফ-৩০)

অতএব, সালাতের সফগুলোকে সোজা, সুঠাম, নিশ্ছিদ্র করলে তা সালাতকে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করবে অর্থাৎ এ ধরনের সালাত মহান আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। কেননা, সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ইবাদাতই মহান আল্লাহর কাম্য। সৌন্দর্য্য মণ্ডিত ইবাদাতের জন্যই তিনি জীবন-মরণ সৃষ্টি করেছেন।

অপর একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ–
(البخارى ١/١٠٠ باب اقامة الصف من تمام الصلاة)

অনুবাদঃ তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা-সুঠাম কর। কেননা, সফ সোজা-সুঠাম করা সালাত প্রতিষ্ঠা করার অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী-১/১০০, সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফ প্রতিষ্ঠায় সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত)

নুমান ইবনু বাশীর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-

اَقْبَلَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِه فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ وَفِي رِوَايَة عِنْدَ اَبِي دَاودَ قَالَ فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِه وَرُكْبَتَه بِركبته وَكَعْبَهُ بِكَعْبِه–
(رواه البخارى ٢/١٧٣ فى صلاة الجمعة باب تسوية الصفوف عند الاقامة–
ومسلم رقم/٤٣٦ فى الصلاة–

باب تسوية الصفوف وإقامتها– وابوداود رقم ٦٦٢ و ٦٦٣ فى الصلاة –باب تسوية الصفوف – الترمذى رقم/٢٢٧ فى الصلاة– باب فى إقامة الصفوف– النسائى ٨٩/٢ فى الامامة– باب كيف يقوم الامام الصفوف–)

অনুবাদঃ "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের প্রতি তাঁর চেহারা ফেরালেন। অতঃপর তিনবার বললেন, তোমরা তোমাদের সফগুলো কায়েম কর। আল্লাহর কসম! অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের সফগুলো কায়েম করবে নতুবা আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমূহের মাঝে বিরোধ ও সংঘাত সৃষ্টি করবেন। আবু দাউদের অপর বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেন, অতঃপর আমি আমাদের (প্রত্যেক) ব্যক্তিকে দেখলাম, তার কাঁধ সঙ্গী মুসল্লীর কাঁধের সাথে, তার হাঁটু সঙ্গীর হাঁটুর সাথে এবং তার টাখনু সঙ্গীর টাখনুর সাথে এমনভাবে সংযুক্ত করে নিচ্ছে (যেন আঠালো পদার্থ দিয়ে দুটোকে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।)

(বুখারী ২/১৭৩ সালাতুল জামায়াত পর্ব। অধ্যায়-একামাতের সময় সফ সোজাকরণ। মুসলিম নাম্বার-৪৩৬ সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফ সোজাকরণ ও প্রতিষ্ঠাকরণ। আবু দাউদ নাম্বার ৬৬২-৬৬৩ সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফ সোজাকরণ। তিরমিজি নাম্বার-২২৭ সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফ প্রতিষ্ঠা করা বিষয়ে যা এসেছে। নাসায়ী ২/৮৯ ইমামত পর্ব। অধ্যায়-ইমাম কীভাবে সফগুলো প্রতিষ্ঠা করবে।)

ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেন :-

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ القَوْمِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ– قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ نُعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْرُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه قَالَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اِقَامَةُ الصَّفِّ– وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ اَنَّه كَانَ يُوَكِّلُ رَجُلاً لِاِقَامَةِ الصُّفُوْفِ وَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ اَنَّ الصُّفُوْفَ قَدِاسْتَوَتْ– وَرُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ وَ

عُثْمَانَ اَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَالِكَ وَيَقُوْلاَنِ اِسْتَوُوْا وَكَانَ عَلِىٌّ يَقُوْلُ تَقَدَّمْ يَافُلَانُ وَتَاَخَّرْ يَافُلَانُ- (جامع الترمذى- ص/٥٣ باب ماجاء فى اقامة الصفوف)

অনুবাদঃ নু'মান ইবনু বাশীর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করতেন। একদিন তিনি বের হয়ে এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার বুক মুসল্লীগণ থেকে বেরিয়ে আছে। ফলে তিনি বললেন, অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করবে, আর নতুবা আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করবেন।
আবু ঈসা (তিরমিজী) বলেন, নু'মান ইবনু বাশীর বর্ণিত হাদীসটি হাসান, সহীহ (উত্তম বিশুদ্ধ)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, কাতার সরল, সুঠাম করে তৈরি করা সালাতের পূর্ণতার অংশ। ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কাতার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন, তিনি ততক্ষণ তাকবীর বলতেন না যাবৎ সে এসে সংবাদ দিত যে, কাতারগুলো সোজা, সুঠাম, নিশ্চিদ্র হয়েছে। আলী (রাঃ) এবং ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তাঁরা উভয়ে এর প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং বলতেন তোমরা সোজা, সুঠাম হয়ে যাও। আর আলী (রাঃ) বলতেন, হে অমুক তুমি এগিয়ে যাও; হে অমুক তুমি পিছিয়ে যাও।
(তিরমিজী পৃষ্ঠা-৫৩, অধ্যায়-সফ প্রতিষ্ঠা করা বিষয়ে যা এসেছে)
অপর একটি হাদীসে রয়েছে-

لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ-
(البخارى-١/١٠٠باب تسوية الصفوف عند الاقامة وبعدها- مسلم ١/١٨١-١٨٢ باب تسوية الصفوف واقامتها---)

অনুবাদঃ অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা ও নিশ্চিদ্র করবে অথবা আল্লাহ তোমাদের চেহারাগুলো বিকৃত করে দেবেন।

(বুখারী ১/১০০, অধ্যায়-একামাতের সময় ও তারপর সফ সোজা করা। (মুসলিম-১/১৮১-১৮২, অধ্যায়-সফ সোজা করা ও প্রতিষ্ঠা করা।)
বুখারীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী বলেন-

فَإِنْ قُلْتَ مَا مَعْنَى تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ ؟ قُلْتُ اِعْتِدَالُ الْقَائِمِيْنَ بِهَا عَلَى سَمْتٍ وَاحِدٍ وَيُرَادُ بِهَا أَيْضًا سَدُّ الْخَلَلِ الَّذِيْ فِي الصَّفِّ (عمدة القارى-١/٣٥٣)

অনুবাদঃ তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর কাতারসমূহ সোজা করার অর্থ কী ? আমি বলবো এর অর্থ হচ্ছে কাতারে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের এক নিয়ম-শৃঙ্খলায় সমান্তরাল হয়ে যাওয়া। আর কাতার সোজা করার দ্বারা কাতারের মাঝের ফাঁকগুলো বন্ধ করাও উদ্দেশ্য করা হয়।

(উমদাতুল কারী ১/৩৫৩)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন-

وَاَنَّ الْفُرْجَةَ الَّتِيْ تَكُوْنُ بَيْنَ كُلِّ رَجُلَيْنِ تَنْقُصُ مِنَ الصَّلَاةِ-
(كتاب الصلاة للامام احمد ضمن مجموعة رسائل فى الصلاة (ص-٤٩)

অনুবাদঃ প্রত্যেক দু'ব্যক্তির মাঝে যে ফাঁক সৃষ্টি হয় তা সালাতকে ক্রটিপূর্ণ করে।
(ইমাম আহ্মাদ সংকলিত সালাত সংক্রান্ত পুস্তিকা সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত কিতাব আস-সালাত পৃষ্ঠা-৪৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসে কাতার সোজা ও নিচ্ছিদ্র না করলে চেহারার মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করার যে হুমকি দেয়া হয়েছে, তার অর্থ হলো সালাতের কাতার সোজা ও নিচ্ছিদ্র না করলে আল্লাহ মুসলিমদের অন্তরে অন্তরে পরস্পরের জন্য শত্রুতা ও ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করবেন।
আল্লামা কুরতুবী উপরিউক্ত হাদীসটির অর্থ বর্ণনা করে বলেন-

تَفْتَرِقُوْنَ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ وَجْهًا غَيْرَ الَّذِى اَخَذَ صَاحِبُه- (عمدة القارى ١/٣٥٣)

অনুবাদঃ তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, ফলে প্রত্যেকের সঙ্গী যেদিক গ্রহণ করবে, সে গ্রহণ করবে তার উল্টো দিক।

(উমদাতুল কারী ১/৩৫৩)

ইকামাতুস সফ বা সালাতের কাতার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া নির্দেশ ও তাঁর সুন্নাহ অনুসারে আমাদের সমাজে অতীতে কখনো পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হতে দেখা যায়নি। আমাদের অধিকাংশ মসজিদেই শুধু মসজিদের মেঝেতে সোজা একটা রেখা টেনে সফ কায়েম করার একটা মনগড়া ব্যবস্থা রয়েছে। ইমাম সাহেবগণ ইকামাতের পূর্বে কাতার সোজা করার জন্য নির্দেশ দেন বটে, কিন্তু সফ কায়েম করা এবং সফ সোজা করা বলতে কী বুঝায়? কতগুলো কাজের সমন্বয়কে ইকামতুস সফ বা তাসবিয়াতুস সফ বলা হয়। মুসল্লীগণকে তা বুঝিয়ে বলতে তাদেরকে কখনো দেখা যায় না।

মনে হয় যেন ইকামাতুস সফ বা তাসবিয়াতুস সফ বলতে কেবল মসজিদের মেঝেতে এঁকে দেয়া রেখা বরাবর মুসল্লীগণের দাঁড়ানোকেই বুঝায়। ইসলামী শরীয়ায় বর্ণিত অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয়ে ইকামাতুস সফ তথা সুশৃঙ্খল ও সুসমন্বিত, সম্মিলিত সফ প্রতিষ্ঠার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটিকে এমন ত্রুটিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করার ফলে আমাদের অধিকাংশ মসজিদেই ইকামাতুস সফের রাসূল প্রদর্শিত নয়নাভিরাম বাস্তব চিত্রটি কখনো প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত ও অনুসৃত সুন্নাহ বা পদ্ধতি অনুযায়ী সালাতের সফ কায়েম করা, সালাত কায়েম করার গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ। যা করা না হলে মুসলিম জাতির অন্তরে অন্তরে শত্রুতা ও ঘৃণাবোধ সৃষ্টি ও আকৃতি বিকৃত করে দেয়ার মত ভয়াবহ হুমকি দেয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বুখারীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী বলেন-

إِنَّ الْأَمْرَ الْمَقْرُوْنَ بِالْوَعِيْدِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوْبِ (عمدة القارى ٤/٣٥٤)

অনুবাদ: যে আদেশের সাথে শাস্তির হুমকি সংযুক্ত করা হয় তা সে আদেশটি ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

(উমদাতুল কারী ১/৩৫৪)

অতএব ইকামাতুস সফ বা তাসবিয়াতুস সফ প্রসঙ্গে হাদীসসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যতগুলো নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সে সবগুলোর সমন্বিত বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ইকামাতুস সফ বা তাসবিয়াতুস সফের দায়িত্বটি পালন করা সকল ইমাম ও মুক্তাদির জন্য অপরিহার্য। তা না হলে ইকামাতুস সালাত পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন হবে না কখনো।

ইকামাতুস সফ বা তাসবিয়াতুস সফ বলতে যতগুলো বিষয়ের সমন্বিত বাস্তবায়নকে বুঝানো হয়েছে নিম্নে সবিস্তারে তা বর্ণিত হলো ঃ

অনুচ্ছেদ-১

কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে ফাঁক বন্ধ করে সফ তৈরি করা

(১) ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থ ১/১০০ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে নিম্নোক্ত অধ্যায়টি বর্ণনা করেছেন-

بَابُ اِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِى الصَّفِّ– وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ مَنْكِبَه بِمَنْكِبِ صَاحِبِه وَكَعْبَه بِكَعْبِه – عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَه بِمَنْكِبِ صَاحِبِه وَقَدَمَه بِقَدَمِه–

অনুবাদঃ সালাতের কাতারে পায়ের সাথে পা সংযুক্ত করার অধ্যায়, নোমান ইবনু বাশীর বর্ণনা করেন-আমি আমাদের মধ্য হতে ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা সংযুক্ত করতে দেখতাম।

আনাস (রাঃ) কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- তোমরা তোমাদের কাতারগুলো কায়েম কর, কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকে দেখি। আনাস (রাঃ) বলেন- "আমাদের প্রত্যেকে তার সঙ্গীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাত।" এ হাদীস থেকে প্রমাণ হলো মসজিদে রেখা এঁকে রেখা বরাবর দাঁড়ানো তাসবিয়াতুস সফের হাদীসসম্মত রূপ নয়, বরং প্রতিটি মুসল্লীর কাঁধের সাথে কাঁধ ; পায়ের সাথে পা; টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানোই হচ্ছে তাসবিয়াতুস সফের অংশ।

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

اَقِيْمُوْا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَ لاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّاوَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ–

(ابوداود رقم–٦٦٦ فى الصلاة باب تسوية الصفوف– (النسائى ٩٣/٢ فى الامامة– باب من وصل صفا– وإسناده حسن– وصححه ابن خزيمة والحاكم)

অনুবাদঃ"তোমরা কাতারগুলোকে সোজাভাবে প্রতিষ্ঠিত কর, কাঁধগুলোকে বরাবর কর, মাঝখানের ফাঁকা স্থান বন্ধ কর, শয়তানের জন্য ফাঁক রেখো না, যে ব্যক্তি কাতারের সাথে সংযোগ রাখে আল্লাহ তাঁর সাথে সংযোগ রাখবেন, আর যে ব্যক্তি কাতারকে বিচ্ছিন্ন করবে আল্লাহ তাঁকে বিচ্ছিন্ন করবেন।" (আবু দাউদ-নাম্বার ৬৬৬ সালাত পর্ব। অধ্যায় সফ সোজা করা। নাসায়ী-২/৯৩, ইমামত পর্ব। অধ্যায়- যে ব্যক্তির কাতারের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। বর্ণনাসূত্রটি হাসান পর্যায়ের। ইবনু খুযাইমাহ ও হাকেম এ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত বলে আখ্যায়িত করেছেন)।

উপরিউক্ত হাদীসের মধ্যে فرجات للشيطان তথা শয়তানের জন্য ফাঁকসমূহ অথবা শয়তানের ফাঁকসমূহ বলতে সে সব ফাঁক বুঝানো হয়েছে, যেগুলো সফের মধ্যে দুজন মুসল্লীর মাঝখানে হয়ে থাকে। এই ফাঁকগুলোকে শয়তানের ফাঁক বলা হয়েছে, কারণ এগুলোতে ইবলিস শয়তানগুলোই দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি সফে দাঁড়িয়ে নিজের ডানে-বাঁয়ে ফাঁক রেখে দাঁড়ালো এবং কাঁধে-কাঁধে, পায়ে-পায়ে সঙ্গী মুসল্লিদের সাথে মিলে শয়তানের ফাঁকগুলো বন্ধ করলো না, সে নিজের সালাতের দুটো অংশ শয়তানকে অর্পণ করলো দু'পাশের মুমিন মুসল্লীগণের কাঁধে-কাঁধ, পায়ে-পা মিলাতে সে অপছন্দ করলো, যার ফলে দুটো নিকৃষ্ট কাফের নাপাক শয়তান সঙ্গীর সাথে তাকে মিলেমিশে দাঁড়াতে হলো। এমন নিকৃষ্ট বিনিময় থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

উক্ত হাদীসের মধ্যে মৌলিকভাবে দুটো বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে:

১। কাঁধগুলোকে বরাবর করা। অপর বর্ণনায় পা-গুলোকে পরস্পর সমান্তরাল করার নির্দেশও এসেছে।

২। দুজন মুসল্লীর মাঝখানে ফাঁক বন্ধ করা।

ফাঁক রেখে দাঁড়ানোকে সালাতের কাতার বিচ্ছিন্ন করা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং যার ফলে তাদের সাথে আল্লাহতায়ালা সম্পর্ক ছিন্ন করবেন বলা হয়েছে। অতএব, এটা তাসবিয়াতুস সফের পরিপন্থী। ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ালেই সফ কায়েম করার একটি দিক পূর্ণ হবে। শুধু সমানভাবে দাঁড়ালেই সফ কায়েম হয়েছে বলা যাবে না। তেমনিভাবে সমান্তরাল না হয়ে অগ্র-পশ্চাৎ অসমান হয়ে কাঁধে কাঁধে, পায়ে পায়ে

মিলে দাঁড়ালেও সফ কায়েম হয়েছে বলা যাবে না। বরং সফ কায়েমের জন্য প্রথমত সমান্তরাল হয়ে দাঁড়ানো এবং দ্বিতীয়ত ফাঁকগুলো বন্ধ করে নিশ্ছিদ্র বেষ্টনীর মত সুদৃঢ়ভাবে সম্মিলিত হয়ে দাঁড়ানো। উভয়ের সমন্বয়েই সালাতের সফ কায়েম হবে; অন্যথায় নয়।

বস্তুত, সালাতের জামাআতে কাঁধে কাঁধে, পায়ে পায়ে সংযুক্ত হয়ে ফাঁক না রেখে দাঁড়ানো জামাআত শব্দটির অর্থের অংশ বিশেষ। যে ব্যক্তি কাঁধে কাঁধে, পায়ে পায়ে সংযোগ না রেখে ফাঁক রেখে দাঁড়ালো, সে যেনো একাকীই সালাত পড়লো। সে যেন জামায়াতের কাতারেই দাঁড়ালো না।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

لَأَنْ يَسْقُطَ ثِيَابِى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى خَلَلًا فِى الصَّفِّ لَا أَسُدُّه–

(المصنف ١/٤١٦)

অনুবাদঃ কাতারে কোন ফাঁক দেখে তা বন্ধ না করার চেয়ে আমার কাপড়গুলো খসে পড়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।

(আল-মুসান্নাফ-১/৪১৬)

অর্থাৎ সালাতের সারি কোনো সংকীর্ণ ফাঁকে প্রবেশ করতে গিয়ে অনেক সময় সাহাবীদের গায়ের চাদর খসে পড়তো। যার ফলে উদাম শরীরে সালাত পড়তে হতো। ইবনু ওমর (রা.) বলছেন, সফের মধ্যে সংকীর্ণ ফাঁকটি রেখে দেয়ার চেয়ে কাপড় খসিয়ে দিয়েও যদি সেখানে প্রবেশ করতে হয় তবে তাই করা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ইমাম ইবনুল হাজ (রহ.) বলেন,

وقد نقل عن السلف ر ضى الله تعالى عنهم أن ثيا بهم كا نت تنقطع من جهة المناكب أولا لشدة ترا صهم فى صلا تهم ---- المد خل ج ٢ ص ٢٧٣ دار الفكر – ١٤٠١ ه

'সাহাবায়ে কেরাম সালাতের সফ তৈরির সময় কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এমন শক্তভাবে মিলে দাঁড়াতেন যে, তাদের জামা-কাপড়গুলো প্রথমত কাঁধের

দিক থেকেই আগে ছিঁড়ে যেত'। [আল-মাদখাল লি ইবনিল হাজ্ব পৃ-২৭৩/খ-২]

আব্দুর রহমান ইবনু সাবেত বলেন-

مَا تَغَيَّرَتِ الْأَقْدَامُ فِي شَيْئٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ رَقْعِ صَفٍّ– (المصنف ١/٤١٦)

অনুবাদঃ কাতারের ফাঁকগুলো জোড়া দিতে পা-গুলো বিকৃত ও বিমর্ষ হওয়ার চেয়ে, সেগুলো অন্য কোনো কাজে বিকৃত ও বিমর্ষ হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় নয়। (আল-মুসান্নাফ-১/৪১৬)

অনুচ্ছেদ-২

সম্মুখের সারিগুলো আগে পূর্ণ করা এবং সীসাঢালা প্রাচীরের মত দৃঢ়বদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো

(৩) অপর একটি হাদীসের মধ্যে রয়েছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قُلْنَاوَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ ا لمقَدَّمَةَوَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ–

(– مسلم رقم– ٤٣٠ فى الصلاة– باب الامر بالسكون فى الصلاة– وأبوداود رقم– ٦٦١ فى الصلاة– باب تسوية الصفوف– والنسائى ٩٢/٢ فى الامامة– بام حث الامام على رص الصفوف)

অনুবাদঃ জাবের ইবনু ছমুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তোমরা কি ঐভাবে কাতার তৈরী করবে না? যেভাবে মালাইকা তাদের রবের নিকট কাতার তৈরী করে? আমরা বললাম, কীভাবে মালাইকা আল্লাহর নিকট কাতার তৈরী করে? তখন তিনি বললেন, তারা সামনের কাতারগুলোকে পরিপূর্ণ করে এবং সীসা ঢালা প্রাচীরের মত নিশ্চিদ্র হয়ে সারিবদ্ধ হয়।

(মুসলিম নাম্বার-৪৩০, সালাত পর্ব। অধ্যায়-সালাতে প্রশান্ত হওয়ার নির্দেশ। আবু দাউদ, নাম্বার-৬৬১, সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফ সোজা

করা। নাসায়ী-২/৯২ ইমামত পর্ব। অধ্যায়-সফগুলোকে সুদৃঢ় করতে ইমামের উৎসাহ দান।)

অতএব, প্রমাণিত হলো সম্মুখের সফগুলো প্রথমে পূর্ণ করা এবং সীসাঢালা প্রাচীরের মতো মিলে মিলে দাঁড়ানো ইকামাতুস সফ ও তাসবিয়াতুস সফের একটি অপরিহার্য দিক।
আবু দাউদ বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রয়েছে-

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِه اِنِّ لَارَى الشَّيْطَانَ يَتَخَلَّلُكُمْ وَيَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذْفُ– ابوداود باب تسوية الصفوف– ٩٧

অনুবাদঃ "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ কর। সেগুলোকে পরস্পর নিকটবর্তী কর, ঘাড়গুলোকে বরাবর কর। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে আমি শয়তানকে তোমাদের মাঝে এবং কাতারের ফাঁকে ছোট ছাগলের মতো প্রবেশ করতে দেখেছি।" (আবু দাউদ-অধ্যায়-তাসবিয়াতুস সুফুফ। পৃষ্ঠা-৯৭)
বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ لَا يَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيَاطِيْنُ كَاَوْلَادِ الْحَذْفِ– قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَاأَوْلَادُ الْحَذْفِ؟ قَالَ ضَانٌ سُوْدٌ جُرْدٌ تَكُوْنُ بِاَرْضِ الْيَمَنِ– (المصنف– ١/٣٨٧ – ماقالوا فى إقامة الصف)

অনুবাদঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের সফগুলো কায়েম কর (নিশ্ছিদ্র বেষ্টনীর মতো সফ নির্মাণ কর) যাতে হাযফের শাবকের মতো আঁটসাঁট হয়ে শয়তানগুলো তোমাদের সফসমূহের ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করতে না পারে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল হাযফের শাবক কী? তিনি বললেন, ক্ষুদ্র পশমবিশিষ্ট কালো ছাগল যেগুলো ইয়ামানে হয়ে থাকে।

(আল-মুসান্নাফ-১/৩৮৭, অধ্যায়-ইকামাতুস সফ সম্পর্কে তারা যা বলেছেন।)

ইবরাহীম নাখয়ী বর্ণনা করেন-

كَانَ يُقَالُ سَوُّوا الصُّفُوْفَ وَتَرَاصُّوْا لَايَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيَاطِيْنُ كَأَنَّهُمْ بَنَاتُ

حَذْفٍ- (المصنف- ١/٣٨٧- ماقالوا فى إقامة الصف)

অনুবাদঃ (সফ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইমামগণের পক্ষ থেকে) বলা হতো তোমরা সফগুলো সোজা, সুঠাম, শক্তিশালী কর। সীসাঢালা প্রাচীরের মত পরস্পর সম্মিলিত, নিশ্চিদ্র ও সুদৃঢ় হও। যাতে হাযফের মেয়ে শাবকগুলোর মত শয়তানরা তোমাদের সফের মাঝে প্রবেশ করতে না পারে।

(আল-মুসান্নাফ-১/৩৮৭, অধ্যায়-ইকামাতুস সফ সম্পর্কে তারা যা বলেছেন।)

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো কাঁধে কাঁধে, পায়ে পায়ে, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ এসেছে তার অর্থ ফাঁকা হয়ে একে অপরের সাথে শুধু বরাবর হয়ে দাঁড়ানো নয় বরং এমনভাবে দাঁড়ানো যাতে দুজনের মাঝখানে কোনই ফাঁক না থাকে। কারণ, ফাঁক থাকলেই শয়তান সে ফাঁকে ঢুকে পড়বে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ- " حَاذُوْا بِالْمَنَاكِبِ وَالْأَقْدَامِ" তথা তোমরা কাঁধে কাঁধে ও পায়ে পায়ে সমান্তরাল হয়ে যাও- এই নির্দেশটি আমাদের আলেম সমাজ ও ইমামগণের অনেকেই পালন করেন। কিন্তু সফ কায়েম সংক্রান্ত একই হাদীসে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একটি নির্দেশ তাদের অধিকাংশই কখনো বাস্তবায়ন করেন না। অথচ ইকামাতুস সফের জন্য উভয়টি অপরিহার্য। আমাদের অধিকাংশ আলেম ও ইমামগণের নিকট অবহেলিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই নির্দেশটি হচ্ছে- "سُدُّوا الْخَلَلَ" তোমরা ফাঁক বন্ধ কর। "وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ" শয়তানের জন্য

তোমরা ফাঁক ছেড়ে দিও না। "تَرَاصُّوا" তোমরা নিশ্চিদ্র সম্মিলিত বেষ্টনীতে আবদ্ধ হও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশটির প্রতি অবহেলার ফলে আমাদের অধিকাংশ মসজিদেই সালাতের সফগুলো কখনোই সুন্নাহর কাঠামো অনুসারে তৈরী করা সম্ভব হয়নি। আমাদেরকে অবশ্যই এই নির্দেশটি কার্যকরভাবে পালন করা উচিত।

আলী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সফ কায়েম করার সময় বলতেন-

اِسْتَوُوْا تَسْتَوِ قُلُوْ بُكُمْ وَتَرَاصُّوْا تَرَاحَمُوْا- (المصنف-١/٣٨٧)

অনুবাদঃ তোমরা সোজা ও সমান্তরাল হও, তবে তোমাদের অন্তরসমূহ সোজা হয়ে যাবে। আর তোমরা সুদৃঢ়ভাবে সম্মিলিত হয়ে দাঁড়াও, তবে তোমরা পরস্পরকে করুণা করবে। (আমুসান্নাফ-১/৩৭৮)

নো'মান ইবনু বাশির বর্ণনা করেন-

اَقْبَلَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِه فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ وَفِي رِوَايَة عِنْدَ اَبِي دَاوِدَ قَالَ فَرَاَيْتَ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِه وَرُكْبَتَه بركبته وَكَعْبَهَ بِكَعْبِه-

(رواه البخارى ٢/١٧٣ فى صلاة الجمعة باب تسوية الصفوف عند الاقامة- ومسلم رقم/٤٣٦

باب تسوية الصفوف وإقامتها- وابوداود رقم ٦٦٢ و ٦٦٣ فى الصلاة -باب تسوية الصفوف - الترمذى رقم/٢٢٧ فى الصلاة- باب فى إقامة الصفوف- النسائى ٢/٨٩ فى الامامة- باب كيف يقوم الامام الصفوف-)

অনুবাদঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের দিকে ফিরলেন, অতঃপর তিনবার বললেন- তোমাদের কাতারগুলো সোজাভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর কসম, তোমরা তোমাদের কাতারগুলো

সুপ্রতিষ্ঠিত করবে অথবা আল্লাহ্ তোমাদের অন্তররের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেবেন।

আবু দাউদের অপর বর্ণনায় রয়েছে-

নো'মান বলেন-এ কথার পর আমি ব্যক্তিকে তার সঙ্গীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং তার সঙ্গীর হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং টাখনুর সাথে টাখনু সংযুক্ত করতে দেখেছি। (আবু দাউদ)

বুখারী বর্ণিত অপর বর্ণনায় রয়েছে-আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন-

أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ– فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِه– فَقَالَ : أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا– فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِظَهْرِى–

(البخارى ١/١٠٠ باب اقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف–
مسلم رقم–٤٢٢ و ٤٣٤ فى الصلاة باب تسوية الصفوف واقامتها)

অনুবাদঃ সালাতের ইকামত হলো অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চেহারা আমাদের অভিমুখী করলেন এবং বললেন, তোমরা কাতারগুলো কায়েম কর এবং সুদৃঢ়ভাবে একে অপরের সাথে মিলে মিশে যাও। আমিতো তোমাদেরকে আমার পেছন থেকেও দেখছি।

(বুখারী, ১/১০০, অধ্যায়-সফ সোজা করার সময় ইমাম কর্তৃক মানুষদের অভিমুখী হওয়া
মুসলিম-নম্বার-৪৩৩-৪৩৪, অধ্যায়-সফ সোজা করা ও প্রতিষ্ঠা করা)

আল্লামা আইনী تراصوا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন :-

تَضَامُّوْا وَتَلاَصَقُوْا حَتَّى يَتَّصِلَ مَا بَيْنَكُمْ وَ لَا يَنْقَطِعَ–

(عمدة القارى ٤/٣٥٥)

অনুবাদঃ পরস্পর মিলে যাও, একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাও, যাতে তোমাদের মাঝে সংযোগ সৃষ্টি হয় এবং বিচ্ছিন্নতা না হয়।
(উমদাতুল কারী-৪/৩৫৫)

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَه يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَادَرَجَةً- (ابن ماجة- ص — ٧١ باب اقامة الصفوف)

আল্লাহ এবং তাঁর মালাইকা সালাত পাঠ করেন তাঁদের জন্য যারা কাতারগুলোকে সংযুক্ত রাখে, যে ব্যক্তি কাতারের মাঝখানের কোনো ফাঁক বন্ধ করবে আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে মর্যাদার একটি স্তরে উন্নীত করবেন।"

(ইবনু মাজাহ-পৃষ্ঠা-৭১, অধ্যায়-সফ প্রতিষ্ঠা করা)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِوَمَا مِنْ خُطْوَةٍ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ أِلَى فُرجَةٍفِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا - سلسلة الاحاديث الصحيحة- للالبانى (الطبرا نى ٢/٣٢/١)

অনুবাদঃ "আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তোমাদের মধ্যে তারা উত্তম ব্যক্তি যারা সালাতের মধ্যে সর্বাধিক কোমল কাঁধের অধিকারী (অর্থাৎ কাতারে কেউ প্রবেশ করতে চাইলে কিংবা কেউ কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাতে চাইলে তারা মিলিয়ে নেয়,) আর ঐ পদক্ষেপ থেকে অধিক প্রতিদানযোগ্য আর কোনো পদক্ষেপ নেই, যে পদক্ষেপে কোনো ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করতে হেঁটে গেছে, পরন্তু সেই ফাঁক সে বন্ধ করেছে।"

(সিলসিলাতুল আহাদীস-আস সহীহা লিল আলবানী। সিলসিলা-৬/৭৭ আত-তারবানী-১/৩২/২)

কাঁধে কাঁধে, পায়ে পায়ে, টাখনুতে টাখনুতে মিলানোকে যারা অস্বীকার করেন তাদের সম্পর্কে নাসেরুদ্দিন আলবানি বলেন-

وَقَدْ اَنْكَرَ بَعْضُ الْكَاتِبِيْنَ فِى اَلْعَصْرِ الْحَاضِرِ هَذَا اْلاِلْزَاقَ وَزَعَمَ انَّه هَيْئَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الوَارِدِ فِيْهَا وَ اِيْغَالٌ فِى تَطْبِيْقِ السُّنَّةِ وَزَعَمَ اَنَّ اْلمُرَادَ بِاْلاِلْزَاقِ الْحَثُّ عَلَى سَدِّ الْخَلَلِ لَاحَقِيْقَةُ الْاِلْزَاقِ وَهذَا تَعْطِيْلٌ الْاَحَكَامِ الْعَمَلِيَّةِ يَشْبَهُ تَمَامًا تَعْطِيْلَ الصِّفَاتِ الْالهِيَّةِ بَلْ هذَا اَسْوَ اُمِنْهُ لِاَنَّ الرَّاوِىْ تَحَدَّثَ عَنْ اَمْرٍ مَشْهُوْدٍ رَاهُ بِعَيْنِه وَ هُوَ الْاِلْزَاقُ وَمَعَ ذَالِكَ قَالَ لَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيْقَةُ الْاِلْزَاقِ فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ — سلسلة–٦/٧٧

অনুবাদ: বর্তমান যুগে কোনো কোনো লেখক এই মিলানোকে অস্বীকার করছে এবং সে দাবি করছে এটি শরীয়তে বর্ণিত কাঠামো থেকে অতিরিক্ত কিছু এবং এই টি সুন্নাহ বাস্তবায়নে বাড়াবাড়ি। সে দাবি করছে, (মিলে মিলে দাঁড়ানো) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাঁক বন্ধ করায় উৎসাহ দেয়া, বাস্তবে মিলে মিলে দাঁড়ানো নয়। মূলত এ ব্যাখ্যা ব্যবহারিক বিধি-বিধানকে নিষ্ক্রিয় করার শামিল যা পুরোপুরিভাবে আল্লাহর গুণাবলীকে নিষ্ক্রিয় করার মতবাদের মতো। বরং এটি তার চেয়েও মারাত্মক। কেননা, বর্ণনাকারী এমন একটি প্রত্যক্ষ বিষয় বর্ণনা করেছেন যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন আর সে বিষয়টি হচ্ছে ইলযাক বা মিলে মিলে দাঁড়ানো। এতদসত্ত্বেও সে বলছে, বাস্তবে মিলে মিশে দাঁড়ানো উদ্দেশ্য নয়।

(সিলসিলাতুল আহাদীস আস সাহিহা-৬/৭৭)

বস্তুত: এ ধরনের মূর্খতাপ্রসূত ভুল ব্যাখ্যার ফলে আমাদের অধিকাংশ মসজিদে সালাতের কাতারগুলো সংঘবদ্ধ হতে পারেনি। সন্দেহাতীতভাবে এ ধরনের ব্যাখ্যা হাদীসে বর্ণিত تأويل الجاهلين বা মূর্খদের দেয়া ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতাজাত এ ধরনের ব্যাখ্যার ফলে দুজন মুসল্লী কখনো কাঁধে কাঁধে, পায়ে পায়ে, গিঁটে গিঁটে মিলিয়ে নিশ্চিদ্রভাবে সফ তৈরি করা শেখেনি বা এরূপ করার কোনো প্রয়োজনবোধ করেনি।

বরং তারা এমনভাবে দাঁড়ানো শিখেছে যাতে দুজনের মাঝে এক বিঘত বা তার চেয়ে অধিক ফাঁক থেকে যায়। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যার ফলে প্রত্যেক মুসল্লীর দু'পাশে শয়তান দাঁড়িয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে যায় এবং সালাতের পবিত্রতা ও একাগ্রতা বিনষ্ট করার প্রয়াস পায়।
সাহাবী বর্ণিত ইলযাক শব্দটি লুযুক ক্রিয়ামূল থেকে উদগত হয়েছে। আল মুজাম আল ওয়াসিত অভিধানে এর অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

لَزِقَ الشَّئُ بِالشَّئِ لُزُوْقًا عَلِقَ بِه وَاسْتَمْسَكَ بِمَادَّةٍ غَرَائِيَّةٍ وَاتَّصَلَ بِه لَايَكُوْنُ بَيْنَهُمَا فَجْوَةٌ-

এক বস্তু আরেক বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয়েছে, আঠালো কোনো পদার্থ দ্বারা দুটো জিনিস পরস্পর আটকে গেছে এবং এমনভাবে একটি অপরটির সাথে সম্মিলিত হয়েছে যে, উভয়ের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই।
অতএব, নোমান ইবনু বাশির (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি

فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ مَنْكِبَه بِمَنْكِبِ صَاحِبِه وَرُكْبَتَه بِرُكْبَتِه وَ كَعْبَه بِكَعْبِه-

এর সন্দেহাতীত অর্থ হচ্ছে আমি আমাদের মধ্যে (প্রত্যেক) ব্যক্তিকে দেখতাম, তার কাঁধ সঙ্গীর কাঁধের সাথে, তার হাঁটু তার সঙ্গীর হাঁটুর সাথে, তার টাখনু সঙ্গীর টাখনুর সাথে (আঠালো পদার্থ দিয়ে গেঁথে নেয়ার মতো দৃঢ়বদ্ধ করে নিচ্ছে)।

আনাস (রাঃ) যখন সিরিয়ায় গিয়েছিলেন, তখন তিনি দেখলেন, তারা সফের মধ্যে কাঁধে-কাঁধে, পায়ে-পায়ে, মিলে মিলে দাঁড়ানো পছন্দ করে না। তিনি তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সালাতের কাতারের অবস্থা বর্ণনা করে বললেন-

لَقَدْ رَأَيْتُ اَحَدَنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَه بِمَنْكِبِ صَاحِبِه وَقَدَمَه بِقَدَمِه وَلَوْ فَعَلْتُ ذَالِكَ بِاَحَدِهِمُ الْيَوْمَ لَنَفَرَ كَاَنَّهُ بَغْلٌ شَمُوْسٌ- (فتح البارى ٢/٢١١ المصنف ١/٣٨٦ باب ماقالوا فى أمامة الصف)

অনুবাদঃ আমি আমাদের প্রত্যেককে দেখেছি তার কাঁধ তার সঙ্গীর কাঁধের সাথে, তার পা সঙ্গীর পায়ের সাথে মিলে নিচ্ছে। কিন্তু আজ আমি তা যদি তাদের কারো সাথে করি তবে সে অবাধ্য খচ্চরের মতো দূরে সরে যাবে।

(ফাতহুল বারী-২/২১১ আল মুসান্নাফ-১/৩৮৬)

বস্তুতঃ আনাস (রাঃ) পায়ে-পায়ে, কাঁধে-কাঁধে মিলে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে যারা দূরে সরে যায়, তাদেরকে অবাধ্য খচ্চরের সাথে তুলনা করেছেন। আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদের মুসল্লীগণের অবস্থাও তথৈবচ। আপনি একজন মুসল্লীর কাঁধে-কাঁধে, পায়ে-পায়ে, যত মিলতে যাবেন, সে ততই আপনার কাছ থেকে দূরে সরতে থাকবে। আপনার পা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে সে নিজের দু' পা সংকুচিত করতে করতে নিজের পায়ে-পায়ে মিলে যাবে তবুও আপনার পায়ের সাথে সে মিলবে না। অথচ তাকে তো তাঁর সঙ্গী মুসল্লীর পায়ের সাথে নিজের পা মিলানোর জন্য কঠিন নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে সঙ্গী মুসল্লীর পায়ের সাথে পা মিলানো যেহেতু একটি ইবাদাত, সেহেতু এটিও একটি সালাতের অংশ এবং এই টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মানে মহান আল্লাহর নির্দেশও বটে। সেহেতু এ ইবাদাতটি পালন করার উদ্দেশ্যে আপনি তাঁর পায়ের সাথে পা মিলানোর চেষ্টা করছেন। আর সে তাঁর পা সরিয়ে নেয়ার ফলে যদি আপনি নিজের দু'পা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু অধিক প্রসারিত করতে বাধ্য হন তবে সে আপনার দু'পা অধিক ফাঁক করার বিষয়টিকে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয় বানিয়ে ছাড়বে। অথচ এর জন্যতো সেই দায়ী। অনেকে আবার কাঁধে-কাঁধে, পায়ে-পায়ে মিলানোর সুন্নাতটিকে মুরুব্বীদের সাথে বেয়াদবি বলে আখ্যায়িত করে ঈমানটাও হারিয়ে ফেলেন। অনেকে আরো অদ্ভুত কথার অবতারণা করেন। তারা বলেন, কাঁধে-কাঁধে, পায়ে-পায়ে মিলে দাঁড়ানোর যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা একটি মুবালাগা। অর্থাৎ এর দ্বারা বাস্তবে মিলে-মিলে দাঁড়ানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি একটি বাড়তি কথা। অথচ নবী-রাসূলগণ কখনো কোনো বাড়তি অবাস্তব কথা তাদের উম্মতকে বলেন না। তারা যা

বলেন, সবই বাস্তব, সত্য ও হক। আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন-

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ- (سورة الصافات- ٣٧)

অনুবাদঃ বরং তিনি চিরন্তন সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং (তাঁর নিয়ে আসা সত্যের মাধ্যমে অতীতের সত্যাশ্রয়ী) রাসূলগণের তিনি সত্যায়ন করেছেন।

(সূরা-সাফফাত-৩৭)

কেউ আবার পায়ে-পায়ে না মিলানোর অজুহাত হিসেবে বলেন, দু' পায়ের মাঝে চার আঙুলের অধিক কিংবা তাদের কারো মতে এক বিঘতের অধিক ফাঁক রাখা যাবে না। মূলত কেউ একাকী সালাত পড়লে নিজের দু'পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল কিংবা এক বিঘত ফাঁক রেখে দাঁড়াবার বিষয়টি উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু এটি তখন তাদের কথা অনুসারে ব্যক্তিগত সালাতের একটি অঙ্গ হওয়ার ফলে ইবাদাতে পরিণত হবে। আর ইবাদাতের যেকোনো বিষয় ততক্ষণ হারাম থাকবে, যতক্ষণ না কুরআন অথবা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত হয়।
কিন্তু বাস্তবে একাকী সালাত পড়লে নিজের দু'পায়ের মাঝে চার আঙুল কিংবা এক বিঘত ফাঁক রেখে দাঁড়াতে হবে এবং এর চেয়ে কম-বেশি করা যাবে না-এসব কথা যারা বলছেন তাঁরা এসবের সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো দলিল উপস্থাপন করতে সমর্থ হননি। অতএব, যে বিষয়ে তারা বক্তব্য দিয়েছেন অথচ দলিল দেননি সে বিষয় তাদের সেই দলিলবিহীন বক্তব্য তাদের মুখের উপরই সজোরে নিক্ষেপ করতে হবে। এটাই শরীয়ার নির্দেশ। ইতোপূর্বে বুখারী, মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত একটি বিশুদ্ধ হাদীস এ গ্রন্থের সুবহে সাদেক পর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীন বিষয়ে কোনো কিছু নতুন করে উদ্ভাবন করবে তা 'রদ্দ' হয়ে যাবে। 'রদ্দ' শব্দের অর্থ হলো নব উদ্ভাবিত বিষয়টি যার কাছ থেকে এসেছে তার দিকেই তা বুমেরাং করতে হবে। তার উপরই তা ছুঁড়ে মারতে হবে। তিনি যত বড় ইমাম বা বুজর্গই হন না কেন এ

বিষয়ে তার প্রতি কোনো অনুকম্পা প্রদর্শন করা হবে না। ব্যক্তি যত বড়ই হোক না কেন আল্লাহর দ্বীন তো তার চেয়ে অনেক অনেক বড়।

জামায়াতবদ্ধ সালাতে ফাঁক রেখে দাঁড়ানোর অজুহাত হিসেবে কেউ এসব কথা বললে শরীয়ায় তাদেরকে লাঠিপেটা করার বিধান রয়েছে। কারণ, আল্লামা আইনী রচিত বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ উমদাতুল ক্বারী-৪/৩৫৯ পৃষ্ঠায় বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এ বক্তব্যটি এসেছে যে, দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুয়াজ্জিন বিলাল (রাঃ) সফ কায়েম ও নিশ্চিদ্র করার জন্য মুসল্লীদের পায়ে লাঠিপেটা করতেন।
অনেকে আবার বলেন, কাঁধে-কাঁধে, পায়ে-পায়ে মিলে দাঁড়ালে তার خشوع তথা বিনয় ও একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূলের কোনো নির্দেশ অমান্য করার অজুহাত হিসেবে যারা তাদের বিনয় ও একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ার কথা বলে বাস্তবে কি তারা আদৌ বিনয়ী? নাকি তারা চরম দাম্ভিক ও অহংকারী? নিজের মনগড়া বিনয়ের মাঝে কোনো বিনয় নেই, প্রকৃত বিনয়তো আল্লাহর দাসত্ব ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত ও সীমাবদ্ধ। অতএব, কাঁধে-কাঁধে, পায়ে-পায়ে মিলে দাঁড়ালেই আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্যের ফলে অন্তরে বিনয় সৃষ্টি হবে। আর তা না করলেই বরং বিনয় নষ্ট হবে এবং অন্তরে অহংকার আসবে।
যিনি মিরাজ রজনীতে মহাকাশ সফরে গিয়ে মহান আল্লাহর কাছ থেকে সালাতের উপহার নিয়ে এসেছেন, তিনিতো সাথে করে সেই মহিমান্বিত সালাতের জন্য সুশৃংঙ্খল, সুসংবদ্ধ ও দৃষ্টিনন্দন সফল তৈরির বিধানটিও নিয়ে এসেছেন। সাহাবীগণের সেই বিনয়াপ্লুত সালাতের সুশৃংখল ও দৃঢ়বদ্ধ সারিগুলো দেখেই জীবন সায়াহ্নের অন্তিম হাসিটুকুন হেসেছিলেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন-
اِنَّ اَبَا بَكْر كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فِى وَجْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيْهِ حَتَّى اَذَا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَ هُمْ صُفُوْفٌ فِى الصَّلاَةِ فَكَشَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ اِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَاَنَّ وَجهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَف ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ-(البخارى ١/٩٣ باب اهل العلم و الفضل أحق بالامامة)

অনুবাদঃ যে রোগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করলেন সেই রোগে আক্রান্ত থাকার দিনগুলোতে আবু বকর (রাঃ) মানুষদের ইমামতি করতেন। যখন সোমবার হলো আর সাহাবীগণ সালাতে সারিবদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কক্ষের পর্দাখানি উন্মুক্ত করে আমাদের দিকে তাকালেন, তিনি তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর চেহারা মোবারক যেন কুরআনের পৃষ্ঠার মতো (উজ্জ্বল হয়ে আছে) অতঃপর তিনি মৃদু হাসলেন। (আল-বুখারী- ১/৯৩, অধ্যায়-জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তিরাই ইমামতের অধিক উপযুক্ত।)

সাহাবীগণের সফগুলো যদি সোজা, সুঠাম, সম্মিলিত ও সুসংবদ্ধ না হতো, তবে হাসির পরিবর্তে বুলন্দ আওয়াজে হয়তো তিনি সেই নির্দেশগুলোই উচ্চারণ করতেন, যেগুলো তিনি সফ কায়েম করার পূর্বে সদাসর্বদা বলতেন-

حَاذُوْا بِالْمَنَاكِبِ سُدُّوْا الْخَلَلَ وَ لَا تَذَرُوْا فُرُجَات لِلشَّيْطَانِ-

অনুবাদঃ কাঁধে-কাঁধে বরাবর হও, ফাঁক বন্ধ কর, শয়তানের জন্য কোন ফাঁক ছেড়ে দিও না।

সালাতের যে সার্বিক মোহনীয় রূপ দেখে তিনি হেসেছিলেন, সেই রূপের এক বিরাট অংশ ছিল সুশৃংঙ্খল, সুসংবদ্ধ, সম্মিলিত সফসমূহের সুবিন্যস্ত পরিপাটি ও সৌন্দর্য।

আবু দাউদ বর্ণিত হাদীসে رُصُّوْاصُفُوْفَكُمْ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল মুজামসহ অন্যান্য অভিধানে শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

رَصَّهُ رَصًّا- ضَمَّ بَعْضَه اِلى بَعْض وَاَحْكَمَهُ بِالرَّصَاص

অনুবাদ : একাংশ আরেকাংশের সাথে মিলেছে এবং সীসা দ্বারা তাকে নিশ্চিদ্র করে সুদৃঢ় করেছে। অতএব رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ এর অর্থ তোমাদের কাতারগুলোকে এমন সুসংবদ্ধ কর, যেন সীসা ঢেলে সেগুলোকে নিশ্চিদ্র

ও সুদৃঢ় করা হয়েছে। সুতরাং মাঝখানে ফাঁক রেখে দাঁড়াবার কোনো সুযোগ নেই। অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

خِيَارُكُمْ اَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلَاةِ– ابوداود باب تسوية الصفوف — ص /٩٨

"তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি তারাই, সালাতের মধ্যে যাদের কাঁধ সর্বাধিক কোমল থাকে অর্থাৎ যারা অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাতে সর্বাধিক অনুগত, তারাই সর্বোত্তম মুসল্লী।"
আবু দাউদ, অধ্যায়-সফ সোজা করা। (আবু দাউদ, পৃষ্ঠা-৯৮)

رُصُّوْا صُفُوفَكُمْ তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সীসাঢালা প্রাচীরের মতো নিশ্চিদ্র কর।

تَرَاصُّوا একে অপরের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত ও সংঘবদ্ধ হও যেন সীসা ঢেলে তোমরা তোমাদের মধ্যে অবস্থিত ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিয়েছ।

سُدُّو الْخَلَلَ কাতারের মধ্যস্থ ফাঁকগুলো বন্ধ কর, যেখানে শূন্যতা আছে, ভাঙ্গা আছে সেখানে বাঁধ দিয়ে দাও।

لَاتَذَرُوْا فُرُجَات لِلشَّيْطَان শয়তানের জন্য ফাঁক ছেড়ে রেখ না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের অর্থ কি ফাঁক হয়ে দাঁড়ানো? যদি তাই হয়, তবে ফাঁক বন্ধ কর-এ নির্দেশের অর্থ কী? কারো বিবেকের মধ্যে যদি ইনসাফ পূর্ণ বিচার বিবেচনা লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে নির্দ্বিধায় সে চিৎকার দিয়ে বলবে, না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতসব নির্দেশের পর মুসল্লীগণের ফাঁক হয়ে দাঁড়াবার কোনো সুযোগ থাকে না। তাদেরকে অবশ্যই সারিবদ্ধ হতে হবে নিশ্চিদ্র প্রাচীরের মতো।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হলো যে, সালাতের কাতারে মুসল্লীগণের পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে, দুজনের মাঝখানে ফাঁক রেখে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ সুন্নাত বিরোধী। পক্ষান্তরে, পায়ে পায়ে, কাঁধে কাঁধে, সংযুক্ত হয়ে দু'জনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে

দাঁড়ানোই হচ্ছে প্রকৃত সুন্নাত এবং এই সকল দিক রক্ষা করে সোজা, সুঠাম, নিশ্চিদ্র ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে সফ তৈরি করাকেই শরিয়ার পরিভাষায় تَسْوِيَةُ الصَّفِّ ও إِقَامَةُ الصَّفِّ বলা হয়। আসুন আমরা এ হারিয়ে যাওয়া সুন্নাতটির পুনরুজ্জীবনে এগিয়ে আসি এবং إِقَامَةُ الصَّفِّ ও تَسْوِيَةُ الصَّفِّ এর সুন্নাহ ভিত্তিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত চিত্র মসজিদে মসজিদে ফুটিয়ে তুলি।

অনুচ্ছেদ-৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসারে সবদিক রক্ষা করে যেসব ইমাম মুকতাদি সফ কায়েম করবে না তারা কি গুনাহগার হবে?

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (র:) তাঁর সহীহ আল-বুখারী-১/১০০ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত অধ্যায়টি সংযোজন করেছেন-

بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوْفَ
عَنْ اَنَس بْنِ مَالِك اَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَقِيْلَ لَهُ : مَا اَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَااَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلاَّ اَنَّكُمْ لَا تُقِيْمُوْنَ الصُّفُوْفَ-

অনুবাদঃ যে ব্যক্তি সফ পরিপূর্ণভাবে কায়েম করবে না তার পাপ-অধ্যায়। আনাস ইবনু মালিক (রা:) হতে বর্ণিত : তিনি মদিনায় আসলেন, তাকে বলা হলো আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকার দিনটি থেকে (আজ পর্যন্ত) আমাদের থেকে কোন্ বিষয়টি গর্হিত মনে করছেন? তিনি বললেন, তোমরা সফ প্রতিষ্ঠা কর না (এটিকেই আমি গর্হিত মনে করছি) এছাড়া তোমাদের আর কিছুই আমি গর্হিত মনে করছি না।

আল্লামা আইনী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

اِنَّ اَنَسًا حَصَلَ مِنْهُ الْاِنْكَارُ عَلى عَدَمِ إِقَامَتِهِمُ الصُّفُوْفَ — وَإِنْكَارُهُ يَدُلُّ عَلى اَنَّهُ يَرَى تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ وَاجِبَةً– فَتَارِكُ الْوَاجِبِ اثِمٌ وَظَاهِرُ تَرْجَمَةِ

الْبُخَارِى يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ اَيْضًا يَرَى وُجُوْبَ التَّسْوِيَةِ– وَالصَّوَابُ هٰذَا لِوُرُوْدِ الْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ فِى ذٰلِكَ– عمدة القارى ٤/٣٥٩

অনুবাদঃ আনাস (রা:) থেকে সার্বিকভাবে সফ প্রতিষ্ঠা না করার বিষয়টি সম্পর্কে অস্বীকৃতিমূলক প্রতিবাদ পাওয়া গেছে। তাঁর এই প্রতিবাদ থেকে বুঝা যায় তিনি তাসবিয়াতুস সফ বিষয়টিকে ওয়াজিব মনে করতেন। আর ওয়াজিব তরক করাতো গুনাহ। ইমাম বুখারীর শিরোনামের স্পষ্ট বক্তব্যও একথার প্রতি নির্দেশ করে যে, তিনি তাসবিয়াতুস সফ বিষয়টিকে ওয়াজিব মনে করতেন। বস্তুত : এই অভিমতটিই বিশুদ্ধ। কেননা, এ বিষয়ে কঠিন ধমকি এসেছে।
আল্লামা আইনী আরো বলেন-

صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ ضَرَبَ قَدَمَ أَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ لِاَقَامَةِ الصَّفِّ– وَصَحَّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُسَوِّى مَنَاكِبَنَا وَيَضْرِبُ اَقْدَامَنَا فِى الصَّلَاةِ– عمدة القارى– ٤/٣٥٩

অনুবাদঃ ওমর ইবনু খাত্তাব (রা:) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সফ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে আবু ওসমান আন নাহ্‌দির পায়ে প্রহার করেছিলেন। সুয়াইদ ইবনু গাফালা থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, বেলাল আমাদের কাঁধগুলোকে সমান করতেন এবং সালাতে দাঁড়াবার সময় (ইকামাতুস সফের প্রয়োজনে) আমাদের পায়ে প্রহার করতেন।

(উমাদাতুল কারী ৪/৩৫৯)

তাসবিয়াতুস সফ বিষয়টিকে আল্লামা ইবনু হাযম ফরজ বলেছেন, আল-দুর আল-মুখতার গ্রন্থের ভাষ্য অনুসারে হানাফি মাযহাবের ওলামাগণ ইমামের উপর তাসবিয়াতুস সফ বিষয়টিকে ওয়াজিব বলেছেন। ওলামাদের অপর একটি দল এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলেছেন। আমরা এসব বিতর্কে যেতে চাই না। আমরা দেখতে চাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরাচরিত সুন্নাহ ও নীতি-আদর্শ। তিনি কখনো সার্বিকভাবে সফ কায়েম না করে সালাত কায়েম করেননি। অতএব, সর্বতোভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সুন্নাহ্‌র কাঠামো অনুসারে সফ কায়েম করে সালাত কায়েম করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সহজ সরলভাবে এ বিষয়টিই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন-

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي (البخارى- ١/٨٨ باب الاذان للمسافر اذاكانوا جماعة والاقامة--)

আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখ তোমরা সেভাবে সালাত পড়। (বুখারী-১/৮৮। অধ্যায়-মুসাফিররা এক জামায়াত হলে তাদের আযান ও একামত।)

অনুচ্ছেদ-৪

ইমাম কখন সফ কায়েম করার নির্দেশ দেবেন এবং এই নির্দেশ দেয়ার সময় তিনি কি মুসল্লীগণের দিকে ফিরবেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ হাদীস ও তাঁর চিরাচরিত সুন্নাহ অনুসারে এ বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইকামাতের পূর্বে এবং উভয় অবস্থাতেই ইমাম সফ কায়েম করার নির্দেশ দেবেন। ইকামাতের পর সফ কায়েমের নির্দেশটি অনেকেই পালন করেন না। অথচ এ সম্পর্কে শক্তিশালী দলিল রয়েছে।

আনাস ইবনু মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِه فَقَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى-

(البخارى ١/١٠٠ باب اقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف)

অনুবাদঃ সালাতের একামত দেয়া হলো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরলেন, তারপর বললেন-

তোমরা তোমাদের সফগুলো কায়েম কর এবং পরস্পর সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত হও। আমিতো তোমাদেরকে আমার পেছন থেকে দেখছি।

(আল বুখারী-১/১০০ অধ্যায়-তাসবিয়াতুস সফের সময় ইমাম মানুষদের অভিমুখী হওয়া ।)
অপর একটি বর্ণনায় নু'মান ইবনু বাশির বলেন-

كَانَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا حَتَّى كَاَنَّمَا يُسَوِّىْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى اَنَّا قَدْعَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَتَّى كَادَ اَنْ يُكَبِّرَ فَرَاى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُه- فَقَالَ عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ-

(مسلم ر قم- ٤٣٦ فى الصلاة باب تسوية الصفوف و إقامتها)

অনুবাদঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করতেন, এমনকি মনে হতো যেন তিনি ওগুলো দিয়ে তীর সোজা করবেন। যাবৎ তিনি দেখলেন যে, আমরা সফ সোজা করার বিষয়টি তাঁর থেকে বুঝে নিয়েছি। অতঃপর তিনি একদিন বের হলেন। তারপর সালাতে দাঁড়ালেন, তাকবীর বলার কাছাকাছি সময়ে উপনীত হয়ে তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তির সিনা সম্মুখ দিকে বেরিয়ে আছে। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দা সকল, তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা, সুঠাম করবে। আর নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারাগুলো বিকৃত করে দেবেন।
(মুসলিম নাম্বার-৪৩৬ সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফ সোজা করা ও তা প্রতিষ্ঠা করা।)
কোনো কোনো ফিকহ গ্রন্থে মুয়াজ্জিন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বললেই ইমাম তাকবির তাহরিমা বলবেন মর্মে যে মাসয়ালাটি লিপিবদ্ধ রয়েছে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বিরোধী বিধায় তা বাতিল। উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম এর কথা উল্লেখ করে আল্লামা আইনী বলেন-

وَقَالَ التَّيْمِيُّ هٰذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَجَبَ عَلَى الْاِمَامِ تَكْبِيْرَةُ الْاِ حْرَامِ – (عمدة القارى ٤/٢٢٢)

অনুবাদ : আত-তাইমি বলেন, এই হাদীসটি ঐ ব্যক্তির কথা প্রত্যাখ্যান করে, যে বলছে মুয়াজ্জিন "ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ" বললেই ইমামের উপর তাকবীরে তাহরিমা বলা ওয়াজিব।

(উমদাতুল কারী-৪/২২২)

ইকামাত ও সালাতের মাঝে কথা বলা সুন্নাহ পরিপন্থী নয়। বরং ইকামতের পর এবং সালাত শুরুর আগে সফ কায়েম করা সংক্রান্ত নির্দেশ দেয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরাচরিত সুন্নাত। বরং অন্য কোনো জরুরি কাজ বা আলোচনা থাকলে তাও ইকামতের পর এবং সালাত শুরুর পূর্বে করা যেতে পারে।
আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেন-

أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوْفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُمَاءً فَصَلَّى بِهِمْ– (البخارى ١/٨٩ باب اذاقال الامام مكانكم حتى يرجعى انتظروه)

অনুবাদঃ সালাতের ইকামাত দেয়া হলো, মানুষেরা তাদের কাতারগুলো সোজা সুঠাম করলো, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তিনি (অজ্ঞাতসারে) জুনুব তথা গোসল ফরজ অবস্থায় সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকো। অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন, গোসল করলেন। তারপর এ অবস্থায় ফিরে আসলেন যে, তাঁর মাথা পানি বিন্দু ঝরাচ্ছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত পড়লেন। (বুখারী-১/৮৯ অধ্যায়-ইমাম যখন বলবে তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকো যাবৎ সে ফিরে আসবে, তবে তারা তার অপেক্ষা করবে)
অপর একটি বর্ণনায় আনাস ইবনু মালেক (রা:) বলেন-

أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيْ رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ– (البخارى ١/٨٩ باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة)

অনুবাদঃ সালাতের ইকামাত দেয়া হলো অথচ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের পাশে এক ব্যক্তির সাথে একান্তে আলাপ করছিলেন, তারপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন না যাবৎ মুসল্লীরা ঘুমিয়ে পড়লো।
(বুখারী-১/৮৯ অধ্যায়-এমন ইমাম ইকামতের পর যার কোনো প্রয়োজন উপস্থিত হয়)
উপরিউক্তি হাদীসসমূহ হতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ হলো ইকামাতের পর মুসল্লীগণের দিকে ফিরে সফ কায়েম সংক্রান্ত নির্দেশ দেয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। এমনকি অপর কোনো জরুরি কাজ বা আলোচনা থাকলে ইকামাতের পর তা সম্পন্ন করা ও সুন্নাহ বহির্ভূত নয়।

অতএব, মসজিদের ইমামগণের উচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর অনুসরণে ইকামতের আগে ও পরে সফ কায়েমের ব্যবস্থা নেয়া। এবং সফ সোজা, সুঠাম, নিচ্ছিদ্র না করে তাকবীরে তাহরিমা না বলা।

অনুচ্ছেদ-৫

ইমামের পেছনে কারা দাঁড়াবেন?

আবু মাসউদ আল বাদরী (রা:) বলেন-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ اِسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُوْلُو الْاَحْلَامِ وَالنُّهى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ- قَالَ اَبُو مَسْعُوْد فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ اِخْتِلَافًا- (رواه مسلم رقم- ٤٣٢ فى الصلاة- باب تسويةً الصفوف وإقامتها- والنسائى ٢/٩٠ فى الامامة- باب مايقول الامام إذا تقدم فى تسوية الصفوف- وأبو داود رقم- ٦٧٤ فى الصلاة- باب من يستحب ان يلى الامام فى الصف وكراهية التاخر-)

অনুবাদঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দাঁড়াবার সময় আমাদের কাঁধগুলো মুছে দিতেন আর বলতেন, তোমরা সোজা বরাবর হও এবং অগ্র-পশ্চাৎ হইও না। তোমাদের মধ্যে যারা বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী, তারা যাতে আমার নিকট দাঁড়ায়, অতঃপর যেন তারা দাঁড়ায় যারা বুদ্ধি-বিবেকের দিক থেকে তাদের কাছাকাছি, অতঃপর আবু মাসউদ বললেন, আজতো তোমরা কঠিন বিরোধে লিপ্ত। অর্থাৎ সালাতের সফগুলোতে বিশৃংঙ্খলভাবে দাঁড়ানোর ফলে তোমাদের সামাজিক জীবনেও কঠিন বিশৃংঙ্খলা ও বিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছে।
(মুসলিম, নাম্বার ৪৩২ সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফ সোজা করা ও প্রতিষ্ঠা করা। নাসায়ী, ২/৯০ অধ্যায়-সফ সোজা করার জন্য ইমাম যখন এগিয়ে যাবেন তখন তিনি কি বলবেন। আবু দাউদ, নম্বার ৬৭৪ সালাত পর্ব। অধ্যায়-ইমামের কাছের কাতারে কাদের থাকা মোসতাহাব এবং পিছিয়ে থাকা মাকরুহ)

কাইস ইবনু আব্বাদ বলেন-

بَيْنَا اَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً فَنَحَّانِي وَقَامَ مُقَامِيْ فَوَاللهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي فَلَمَّا اِنْصَرَفَ فِاذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْب

فَقَالَ يَا فَتًى لَايَسُؤُكَ اللهُ إنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْنَا اَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ هَلَكَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ وَ اللهِ مَا عَلَيْهِمْ أَسىَ وَلَكِن اسَى عَلَى مَنْ اَضَلُّوا قُلْتُ يَااَبَا يَعْقُوبَ مَا تَعْنِى بِأَهْلِ الْعَقْدِ؟ قَالَ اَلْاُمَرَاءُ اَخْرَجَهُ النَّسَائِي (٢/٨٨ فى الامامة- باب موقف الامام إذا كان معه صبي وامرأة وإسناده صحيح-)

অনুবাদঃ একদা আমি সম্মুখ কাতারে ছিলাম। আমার পেছন থেকে এক ব্যক্তি এমনভাবে আমাকে টান দিল যে, সে আমাকে আমার স্থান থেকে সরিয়ে দিল এবং নিজে আমার স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহর কসম আমি (রাগে ক্ষোভে) আমার সালাত বুঝতে সক্ষম হইনি। যখন তিনি সালাম ফেরালেন হতচকিত হয়ে দেখলাম তিনি উবাই ইবনু কা'ব। তিনি বললেন, হে যুবক আল্লাহ তোমার মন্দ না করুন, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অঙ্গীকার যে, আমরা যেন তার কাছাকাছি থাকি। অতঃপর তিনি কিবলামুখী হলেন এবং তিনবার বললেন, কা'বার রবের কসম, নেতৃস্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ধ্বংস হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, তাদের জন্য আমি দুঃখ করি না, তবে আমি দুঃখ করি তাদের জন্য যাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করেছে। আমি বললাম, হে আবু ইয়াকুব, "আহালুল আকদ' বলতে আপনি কী বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, নেতৃবর্গ।
(নাসায়ী-২/৮৮ ইমামত পর্ব, একজন শিশু এবং একজন নারী থাকলে ইমামের অবস্থান অধ্যায়, হাদীসটির বর্ণনা সূত্র বিশুদ্ধ)।
উপরিউক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হলো কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানসম্পন্ন অথবা কুরআন-সুন্নাহ ভালভাবে বুঝতে সক্ষম, এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ ইমামের কাছে দাঁড়াবেন। কিন্তু বাস্তবে আমাদের অধিকাংশ মসজিদেই এ বিধানটি পালন হতে দেখা যায় না।

অনুচ্ছেদ-৬
দুজন হলে কীভাবে সফ তৈরি করবে?

ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন-

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةَ– فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِه وَ فِي رِوَايَة– بِرَأسِيً وَفِي أُخْرَى بِيَدِيْ وَفِي أُخْرَى بِعَضُدِي اَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ وَفِيْ أُخْرًى لِمُسْلِم قَالَ بَعَثَنِيَ الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْت خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه فَتَنَ- اَوَلَنِي خَلْفَ ظَهْرِه فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِه وَ هٰذِهِ الرِّوَايَاتُ اَطْرَافٌ مِنْ حَدِيْث طَوِيْل لَهُ رِوَايَاتٌ كَثِيْرَةٌ وَطُرُقٌ عِدَّةٌ–

رواه لبخارى ٢/١٦٠ فى صلاة الجماعة– باب يقوم عن يمين الامام بحذائه سواء إذكانا اثنين– ورواه ايضا فى ثمانية عشرا ابوابا سوا هذا الباب– مسلم رقم–٧٦٣ صلاة المسافرين– باب الدعاء فى صلاة اليل وقيامه– والموطا ١/١٢١ و ١٢٢ فى صلاة اليل– باب صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فى الوتو– والترمذى رقم ٢٣٢ فى الصلاة– باب ماجاء فى الر جل يصلى ومعه رجل– والنسائى ٢/١٠٤ فى الامامة– باب الجماعة اذا كانوا اثنين ابوداود فى الصلاة– باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان)

অনুবাদ : আমি একরাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত পড়তে গিয়ে তাঁর বামে দাঁড়ালাম। তিনি আমার চুলের ঝুটি ধরলেন এবং আমাকে তাঁর ডানে নিয়ে আসলেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে তিনি আমার মাথা ধরলেন, আরেক বর্ণনায় রয়েছে তিনি আমার হাত ধরলেন অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে আমার বাহু ধরলেন। মুসলিম বর্ণিত আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেন, আব্বাস আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠালেন, তখন তিনি আমার খালা মাইমুনার ঘরে ছিলেন। আমি তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সে রাত কাটালাম, আমি তাঁর বামে দাঁড়ালাম তিনি

তাঁর পিঠের পেছন থেকে আমাকে ধরলেন এবং আমাকে তাঁর ডানে নিয়ে আসলেন।

(বুখারী-২/১৬০ সালাতুল জামায়াত পর্ব। অধ্যায়-দুজন হলে ইমামের ডান দিকে বরাবর হয়ে দাঁড়াবে। ইমাম আরো আঠারোটি অধ্যায়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিম-নাম্বার ৭৬৩ সালাতুল মুসাফিরিন পর্ব। অধ্যায়-রাতের সালাত ও কেয়ামের দোয়া। মোয়াত্তা-১/১২১ ও ১২২। সালাতুল লাইল পর্ব। অধ্যায়-বিতরের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত। তিরমিযী নাম্বার-২৩২ সালাত পর্ব। অধ্যায়-এক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে যে সালাত পড়ছে সে বিষয়ে যা এসেছে। নাসায়ী-২/১০৪ ইমামত পর্ব, দুজন হলে জামায়াত অধ্যায়। আবু দাউদ সালাত পর্ব। অধ্যায়-এমন দু'ব্যক্তি যাদেও একজন আরেকজনের ইমামত করছে তারা কীভাবে দাঁড়াবে।)

ইবনু ওমরের (রা:) স্বাধীনকৃত গোলাম নাফে বলেন, আমি ইবনু ওমরের পেছনে সালাতসমূহ থেকে কোনো এক সালাতে দাঁড়িয়েছিলাম, তাঁর সাথে আমি ব্যতীত আর কেউ ছিল না। আবদুল্লাহ তার হাত পেছনে নিলেন এবং আমাকে তার বরাবর ডানে নিয়ে আসলেন।

(মুয়াত্তা। ৬০৫ জামেউল উসূল)

অনুচ্ছেদ-৭
তিনজন বা ততোধিক হলে কীভাবে দাঁড়াবে?

সামুরা ইবনু জুনদুব (রা:) বলেন-

اَمَرَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً اَنْ يَتَقَدَّمَنَا اَحَدُنَا

(اخرجه الترمذى- رقم ٢٣٣ فى الصلاة- باب ماجاء فى الرجل يصلى مع الرجلين و هو حديت حسن- قال الترمذى وفى الباب عن ابن مسعود وجابر وانس بن مالك و العمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الامام)

অনুবাদঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা তিনজন হলে একজন যাতে সামনে এগিয়ে যায়। হাদীসটি ইমাম তিরমিযি সংকলন করেছেন। নাম্বার ২৩৩ সালাত পর্ব দু'ব্যক্তির সাথে যে সালাত পড়ছে সে বিষয়ে যা এসেছে অধ্যায়। এটি হাসান পর্যায়ের হাদীস। ইমাম তিরমিযি বলেন, এ অধ্যায়ে ইবনু মাসউদ, জাবের এবং আনাস ইবনু মালেক থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের উপর উলামাদের আমল রয়েছে। তারা বলেন, মুসল্লীগণ তিনজন হলে দুজন ইমামের পেছনে দাঁড়াবেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْد قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ فَقُمْتُ وَرَاءَهُ فَقَرَّبَنِى حَتَّى جَعَلَنِى حِذَاءَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَا تَاَخَّرْتُ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ اخرجه الموطا

(١/١٥٤ فى قصر الصلاة فى السفر- وإسناده صحيح-)

অনুবাদঃ আবদুল্লাহ ইবনু উতবা ইবনু মাসউদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দুপুর বেলায় ওমর ইবনুল খাত্তাবের ঘরে প্রবেশ করলাম,

তাঁকে সালাত পড়া অবস্থায় পেলাম । আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম, তিনি আমাকে কাছে টানলেন, এমনকি তাঁর বরাবর ডানে আমাকে নিয়ে আসলেন, অতঃপর যখন ইয়ারফা আসলো আমি পিছিয়ে গেলাম অতঃপর তাঁর পেছনে কাতার করলাম ।
(মুয়াত্তা-১/১৫৪ সফরে সালাতের কছর পর্ব এর বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ)

عَنْ مَسْعُوْدْ قَالَ مَرَّ بِى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لِى اَبُوْ بَكْرٍ يَامَسْعُوْدُ أئْتِ أبَا تَمِيْمٍ يَعْنِى مَوْلَاهُ فَقُلْ لَهُ يَحْمِلْنَا عَلَى بَعِيْرٍ وَيَبْعَثْ لَنَا بِزَادٍ وَدَلِيْلٍ فَجِئْتُ إلى مَوْلَاهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَبَعَثَ مَعِى بِبَعِيْرٍ وَوَطَبٍ مِنْ لَبَنٍ فَجَعَلْتُ اَخُذُ فِى إِخْفَاءِ الطَّرِيْقِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ مَعَهُ اَبُوْبَكْرٍ عَنْ يَمِيْنِه وَقَدْ عَرَفْتُ الْإِسْلَامَ وَاَنَا مَعَهُمَا فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُمَا فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى صَدْرِ فَقُمْنَا خَلْفَه

أخرجه النسائى
(٨٤/٢ و ٨٥ فى الامامة باب موقف الامام إذا كانو ثلاثة و الاختلاف فى ذالك وفى سنده بريدةبن سفيان بن فروة الاسلمى وليس يالقوى ولكن له شواهد بمعناه فى صف الاثنين خلف الامام والسنة فى موقف الاثنين ان يصف خلف الامام خلافألمن قال إن احدهما يقف عن يمينه والاخر عن يساره و حجتهم فى ذالك حديت ابن مسعود الذى أخرجه ابوداود و غيره عنه انه اقام علقمة عن يمينه والاسود عن شماله واجاب عنه ابن سيرين كما رواه الطحاوى بان ذالك كان لضيق المكان-)

অনুবাদঃ মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর আমার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলেন, আবু বকর আমাকে বললেন, আবু তামীমের কাছে যাও। (আবু তামীম তার স্বাধীনকৃত গোলাম) তুমি তাকে বলো, সে যাতে আমাদের বহন করার একটা উট দেয় এবং আমাদের জন্য কিছু পাথেয় এবং একজন পথ প্রদর্শক পাঠিয়ে দেয় । আমি তার মাওলা আবু তামীমের কাছে গেলাম,

অতঃপর তাঁকে সংবাদ দিলাম, তিনি আমার সাথে একটা উট এবং এক পাত্র দুধ পাঠিয়ে দিলেন। আমি রাস্তা সংগোপন করে তাঁদেরকে নিয়ে চললাম। সালাত উপস্থিত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ডানে আবু বকর দাঁড়ালেন আমি (ততদিনে) ইসলাম বুঝে নিয়েছি এবং আমি তাঁদের দুজনের মাঝে ছিলাম। আমি আসলাম অতঃপর তাদের দুজনের পেছনে দাঁড়ালাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের বুকে করাঘাত করলেন (যাতে তিনি পিছিয়ে আসেন) আবু বকর পিছিয়ে আসার পর আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম।

(নাসায়ী, ২/৮৪, ৮৫ ইমামত পর্ব, তারা তিনজন হলে ইমামের অবস্থান এবং এ বিষয়ে বর্ণনার বিভিন্নতা অধ্যায়, তবে এ হাদীসটি বর্ণনাসূত্রে বুরায়দা ইবনু সুফিয়ান ইবনু ফারওয়াহ আল-আসলামী নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি শক্তিশালী রাবি নন। কিন্তু এ হাদীসটির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার মতো আরো অনেকগুলো হাদীস রয়েছে, যেগুলো মুসল্লী দুজন হলে ইমামের পেছনে সারিবদ্ধ হওয়ার অর্থ প্রদান করে। আর দুজন হলে ইমামের পিছনে সারিবদ্ধ হওয়াই সুন্নাত)

অনুচ্ছেদ-৮
পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা সালাতে উপস্থিত হলে কীভাবে কাতার বিন্যস্ত করতে হবে?

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন-

صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ وَأُمُّ سُلَيْم خَلْفَنَا-

(رواه مسلم رقم/٦٦ فى المساجد- باب جواز الجماً عة فى النافلة- وأبو داود رقم/٦٠٨ و ٦٠٩ فى الصلاة- باب الرجلين يوم احدهما صاحبه كيف يقومان- النسائى ٦٨/٢ فى الامامة- باب إذا كانوا رجلين و امراتين-

অনুবাদঃ আমি এবং আমাদের ঘরে অবস্থানরত এক ইয়াতিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে সালাত পড়েছি আর উম্মু সুলাইম ছিলেন আমাদের পেছনে।
(মুসলিম/৬৬ মাসাজিদ পর্ব। অধ্যায়-নফল সালাতে জামায়াতের বৈধতা। আবু দাউদ/৬০৮-৬০৯ সালাত পর্ব। অধ্যায়-এমন দু' ব্যক্তি যাদের একজন অপরজনের ইমামত করছে তারা কিভাবে দাঁড়াবে। নাসায়ী-২/৬৮ ইমামত পর্ব। অধ্যায়-মুসল্লীগণ যখন দু'জন পুরুষ ও দু'জন নারী হন।)

আবু মালেক আল-আশয়ারী (রা:) বলেন-

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ فَاَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ-

(رواه ابوداود ٦٧٧ فى الصلاة باب مقام الصبيان من الصف وفى سنده شهر بن حوشب وقدضعف لسو حفظه ولكن يشهد له من جهة المعنى حيث قيس بن عباد-)

আমি কি তোমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত সম্পর্কে বর্ণনা করবো? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি সালাত কায়েম

করলেন, পুরুষদেরকে সারিবদ্ধ করলেন, তাদের পেছনে শিশু কিশোরদেরকে সারিবদ্ধ করলেন, অতঃপর তাদেরকে নিয়ে সালাত পড়লেন।

(আবু দাউদ নাম্বার-৬৭৭ সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফের মধ্যে শিশুদের অবস্থান। হাদীসটির বর্ণনাসূত্রে সাহর ইবনু হাওসাব নামক বর্ণনাকারী রয়েছে, যাকে তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে দুর্বল রাবি বলা হয়েছে। তবে কায়েছ ইবনু আব্বাদদের হাদীস অর্থগত দিক থেকে তার হাদীসের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে)

কাতারে শিশুদের স্থান অধ্যায়ে উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় থেকে প্রমাণ হলো ইমামের পেছনে প্রথমে পুরুষবর্গ অতঃপর তাদের পেছনে শিশু কিশোরদের অতঃপর তাদের পেছনে নারীগণ দাঁড়াবেন।

عَنْ اَنَس بْنِ مَالِكٍ أنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلَنُصَلِّ بِكُمْ قَالَ أنَسٌ فَقُمْتُ إلى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِاسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِفَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أنَاَ وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَاءِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ- قال ابو عيسى حديث صحيح

(الترمذى ١/٥٥ باب ماجاء فى الرجل يصلى ومعه رجال ونساء)

অনুবাদঃ আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁর দাদী মুলাইকা কিছু খাদ্য তৈরি করে তার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকলেন, তিনি তা থেকে কিছু খেলেন, তারপর বললেন, তোমরা উঠ তোমাদেরকে নিয়ে সালাত পড়বো। আনাস বলেন, আমি আমাদের একটি মাদুরের দিকে উঠে গেলাম, যা দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি পানি দিয়ে সেটিকে হালকাভাবে ধুয়ে নিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটির উপর দাঁড়ালেন। আমি এবং এক ইয়াতিম তাঁর পেছনে সেই মাদুরের উপর সারিবদ্ধ হলাম। আর বৃদ্ধা মহিলা (আমার দাদী মুলাইকা) তাঁর পেছনে

দাঁড়ালেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকাআত (নফল) পড়লেন। তারপর সালাম ফেরালেন।
আবু ঈসা আত তিরমিযী বলছেন, আনাসের হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত একটি হাদীস।
(তিরমিযি-১/৫৫, অধ্যায়-ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যা এসেছে, যে সালাত পড়ছে, এমতাবস্থায় পুরুষ ও নারীগণ রয়েছেন।)
উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো নারীগণ সর্বদাই পুরুষদের পেছনে দাঁড়াবেন, এমনকি নারী একজন হলেও একাকী পেছনে দাঁড়াবে। ইমাম বা পুরুষ মুসল্লীদের পাশে দাঁড়াবে না।
অপর একটি হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

صَلَّيْتُ إِلى جَنْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّى مَعَنَا وَاَنَا اِلى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أُصَلِّى مَعَهُ –
(النسائى– ٨٦/٢ فى الامامة باب موقف الامام اذا كان معه صبى وامرأة––)

অনুবাদঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে সালাত পড়েছি, আর আয়েশা (রাঃ) আমাদের পেছনে সালাত পড়ছিলেন, আর আমি নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে সালাত পড়ছিলাম।
(নাসায়ী-২/৮৬, অধ্যায়-ইমামের অবস্থান, যখন তার সাথে শিশু ও নারী থাকবে)
নারীগণ বেগানা পুরুষদের থেকে এবং বেগানা পুরুষগণ বেগানা নারীগণ থেকে যত দূরে থাকবেন ততই তাদের জন্য কল্যাণ। এজন্যই অপর একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَاآخرها و خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها
(رواه مسلم رقم/٤٤٩ فى الصلاة و باب تسوية الصفوف وإقامتها وابو داود رقم /٦٧٨ فى الصلاة باب صف النساء وكراهية التاخر فى الصف الاول والترمذى

رقم–٦٦٤ فى الصلاة باب ماجاء فى فضل الصف الاول والنسائى ۲/۹۳ فى الامامة باب ذكر خير صفوف النساء شر صفوف الرجال–)

অনুবাদঃ পুরুষদের সর্বোত্তম সারি হলো প্রথমটি আর নিকৃষ্টতম সারি হলো সর্বশেষটি, আর নারীদের উত্তম সারি হলো সর্বশেষটি আর নিকৃষ্ট সারি হলো সর্বপ্রথমটি। (মুসলিম, নম্বর/৪৪৯ সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফ সোজা করা ও প্রতিষ্ঠা করা। আবু দাউদ/৬৭৮ সালাত পর্ব। অধ্যায়-নারীদের কাতার ও প্রথম কাতার থেকে পিছিয়ে থাকা মাকরুহ। তিরমিযি নম্বর ২২৪ সালাত পর্ব। অধ্যায়-প্রথম কাতারের মর্যাদা সম্পর্কে যা এসেছে। নাসায়ী ২/৯৩ ইমামত পর্ব। অধ্যায়-নারীদের উত্তম কাতার ও পুরুষদের নিকৃষ্ট কাতারের আলোচনা)

নারীদের সর্বপ্রথম কাতার যেহেতু পুরুষদের সর্বশেষ কাতারের পরেই হয়ে থাকে যার ফলে এই দুই কাতারের নারী-পুরুষ পরস্পর কাছাকাছি হয়ে যায়। সে জন্যই পুরুষদের সর্বশেষ কাতার আর নারীদের সর্বপ্রথম কাতারকে নিকৃষ্ট কাতার বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৯

কাতারগুলো কীভাবে একের পর এক বিন্যস্ত ও পরিপূর্ণ করতে হবে?

জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قُلْنَا : وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالَ : يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْمُقَدَّمَةَ– وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ– (رواه مسلم– رقم–/٤٣٠– فى الصلاة– باب الامر السكون فى الصلاة– وابوداود رقم– ٦٦١ فى الصلاة– باب تسوية الصفوف– والنسائى ۲/۹۲ فى الامامة– باب حث الامام على رص الصفوف–

অনুবাদঃ মালাইকা (ফেরেশতাগণ) যেভাবে তাদের রবের নিকট সারিবদ্ধ হয় তোমরা কি তেমনিভাবে সারিবদ্ধ হবে না? আমরা বললাম মালাইকা কীভাবে তাদের রবের নিকট সারিবদ্ধ হয়? তিনি বললেন,

অনুবাদঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম সারির জন্য তিনবার দুআ করতেন আর দ্বিতীয় সারির জন্য একবার।
(নাসায়ী-২/৯২ ও ৯৩ আল-ইকামত পর্ব। অধ্যায়-প্রথম ও দ্বিতীয় সারির মর্যাদা। ইবনু হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে, নম্বর-৩৯৫। ইবনু মাজাহ নম্বর ৯৯৬, ইকামুতুস সালাত পর্ব। অধ্যায়-সম্মুখ সারির মর্যাদা। আল-হাকেম, আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে ১/৩১৪, আল-হাকেমের বর্ণনা নিম্নরূপ- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মুখের (প্রথম) সারির জন্য তিনবার ইস্তিগফার করতেন, দ্বিতীয় সারির জন্য একবার। এইটি একটি বিশুদ্ধ হাদীস।)
বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-

اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوْلَ (ابوداود رقم- ٦٦٤ فى الصلاة باب تسوية الصفوف والنسائى ٢/٨٩ و ٩٠ فى الامام باب كيف يقوم الامام الصفوف واسناده صحيح

অনুবাদঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা এবং তাঁর মালাইকা (ফেরেশতাগণ) প্রথম সারিগুলোর জন্য সালাত পাঠ করেন (আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেন এবং তাদের প্রতি রহমত করেন, আর মালাইকা তাদের জন্য ইস্তেগফার করেন)।
(আবু দাউদ-৬৬৪, সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফ সোজা করা। নাসায়ী-২/৮৯, ৯০। অধ্যায়-ইমাম কীভাবে সফগুলো কায়েম করবেন। এর বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ)
আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-

اِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ

(ابوداود رقم- ٦٧٦ فى الصلاة باب الصف بين السوارى واسناه حسن حسنه الحافظ فى الفتح- ٢/١٧٧)

অনুবাদঃ আল্লাহ এবং তার মালাইকা সফসমূহের ডান অংশসমূহের জন্য সালাত পাঠ করেন।

(আবু দাউদ, নম্বর-৬৭৬, সালাত পর্ব। অধ্যায়-খুঁটিসমূহের মাঝে সফ তৈরি করা। এর বর্ণনাসূত্র হাসান পর্যায়ভুক্ত। হাফেজ (ইবনু হাজার) ফাতহুল বারি-২/১৭৭ পৃষ্ঠায় এই হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর, গ্রহণযোগ্য) বলে আখ্যায়িত করেছেন।)
উবাই ইবনু কা'ব (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِنَّ الصَّفَّ الْاَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ – وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ– (

المصنف ١/٤١٥ فى فضل الصَّفَّ المقدم)

অনুবাদঃ প্রথম সারি নিশ্চয় মালাইকার সারির মতো আর তোমরা যদি জানতে, তবে অবশ্যই তার জন্য প্রতিযোগিতা ও ত্বরা করতে।
(আল-মুসান্নাফ-১/৪১৫ প্রথম সারির মর্যাদায়)

অনুচ্ছেদ-১০

কাতারের পেছনে একাকি দাঁড়ানো যাবে কি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لاَ صَلاَةَ لِفَذٍّ خَلْفَ الصَّفِّ– ابو داود رقم –٦٨٢– والترمذى فى الصلاة رقم–٢٣٠ وقال : حديث حسن– ولدارمى فى الصلاة ١/٢٩٤

অর্থাৎ সফের পেছনে একাকী কোনো ব্যক্তির সালাত হবে না।
(আবু দাউদ-সালাত পর্ব-নম্বর-৬৮২, তিরমিযি সালাত পর্ব নম্বর-২৩০ তিরমিযি হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। দারেমী সালাত পর্ব-১/২৯৪)
ওয়াবেসা ইবনু মা'বাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন-

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأى رَجَلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَهُ – فَأَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ– (رواه الترمذى رقم– ٢٣٠ فى الصلاة– باب ماجاء فى الصلاة خلف الصف وحده– وأبو داود رقم– ٦٨٢ فى الصلاة– باب الرجل يصلى وحده خلف الصف– ورواه أيضا احمد و غيره– وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده)

অনুবাদঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী সালাত পড়তে দেখলেন, অতঃপর তিনি তাকে সালাত পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিলেন।

(তিরমিযি-নম্বর-২৩০, সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফের পেছনে একাকী সালাত পড়া সম্পর্কে যা এসেছে। আবু দাউদ নাম্বার-৬৮২ সালাত পর্ব অধ্যায়- যে ব্যক্তি সফের পেছনে একাকী সালাত পড়ছে। হাদীসটি ইমাম আহমদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এটি তার বর্ণনাসূত্র ও একই সাহাবী থেকে বর্ণিত অপরাপর সহযোগী বর্ণনাসমূহ দ্বারা সমর্থিত একটি বিশুদ্ধ হাদীস।)

فتاوى علماء البلد الحرام গ্রন্থে ২২৭/২২৮ পৃষ্ঠায় এই মাসআলাটির বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে-

فَإِذَا دَخَلْتَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَالصَّفُّ قَدْ كَمُلَ- فَحَاوِلْ أَنْ تَجِدَ فُرْجَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلَوْ بِتَقْرِيْبِ أَحَدِهِمَا مِنَ الاخِرِ حَتَّى يَتَّسِعَ الْمَكَانُ- فَإِنْ كَانَ الصَّفُّ مَتَاَصِلاً تُوْجَدُ هُنَاكَ فُرْجَةٌ- فَحَاوِلْ أَنْ يَتَأَخَّرَ مَعَكَ أَحَدُهُمْ- لكِنْ لَاتَسْحَبْهُ بِقُوَّةَ- بَلْ عَلَيْكَ أَنْ تُكَلِّمَهُ بِخِفَّةَ- أَوْ نَحْنَحَةٍ أَوْ وَضْعِ يَدِكَ عَلَى مَنْكِبِه فَإِذَا تَاَخَّرَ مَعَكَ فَلَه اَجْرٌ فَقَدْ وَرَدَ فِيً الْحَدِيْثِ :(لِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ) فَاِنِ امْتَنَعَ فَلَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ- فَحَاوِلْ أَنْ تَخْرِقَ الصَّفَّ- وَتَقِفَ بِجَانِبِ الْاِمَامِ عَنْ يَمِيْنِه فَاِنْ كَثُرَتِ الصَّفُوْفُ وَصَعُبَ تَخَلُّلُهَا كُلِّهَا وَصَفَفْتَ وَحْدَكَ فَجَاءَكَ اَحَدٌ قَبْلَ السُّجُوْدِ- صَحَّتْ صَلَا تُكَ- وَقَدْ تُجْزِئُ مُطْلَقًا إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا- وَتَصِحُّ لِلضُّرُوْرَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى لِقَوْلِه
:(فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)سورة التغابن الاية : ١٦

অনুবাদঃ তুমি যদি একামতের পর সফ পরিপূর্ণ হওয়া অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ কর, তবে দুজনের মাঝে স্থান করে নেয়ার চেষ্টা কর। যদিও তা হয় একজনকে আরেকজনের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে, যাতে স্থানটা তোমার জন্য প্রশস্ত হয়। সফ যদি এমন সংঘবদ্ধ

হয় যাতে কোনো ফাঁক পাওয়া যায় না তবে তাদের একজন যাতে তোমার সাথে পিছিয়ে আসে, তুমি সে চেষ্টা কর। তবে তাকে তুমি শক্তি প্রয়োগে টেনে এনো না বরং তোমার কর্তব্য হচ্ছে হালকাভাবে তার সাথে কথা বলা অথবা গলা দিয়ে আওয়াজ দেয়া অথবা তোমার হাত তার কাঁধের উপর রাখা। যদি সে তোমার সাথে পিছিয়ে আসে তবে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে। কেননা, হাদীসে এসেছে-

لَيِّنُوا بِأَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ– (ابوداود الصلاة باب تسوية الصفوف – ص /٩٧

"তোমাদের ভাইদের হাতে তোমরা কোমল হয়ে যাও"
(আবু দাউদ, সালাত পর্ব। অধ্যায়-সফ সোজা করা। পৃষ্ঠা/৯৭।)
সে যদি আসতে অপ্রস্তুত হয় অথচ তুমি তাকে ছাড়া আর কাউকে না পাও তবে তুমি কাতার বিদীর্ণ করার এবং ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াবার চেষ্টা কর। যদি সফ প্রচুর হয় এবং তা বিদীর্ণ করা কঠিন হয় এবং তুমি একাকী যদি সফ কর তবে সিজদার পূর্বে কেউ তোমার কাছে এসে গেলে তোমার সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। আমরা যা উল্লেখ করলাম তার কিছুই যদি তুমি করতে সমর্থ না হও তবে শর্তহীনভাবেই সালাত হয়ে যাবে এবং নিরুপায় ও বাধ্য হওয়ার কারণে ইনশাআল্লাহ্ সালাত বিশুদ্ধ হবে। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন-

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ– (سورة التغابن– ١٦)

"তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর"।

(সূরা আত তাগাবুন-১৬)

অর্থাৎ উপরোক্ত সব ক'টি চেষ্টা ও প্রয়াস চালাবার পরও যদি কাতারে প্রবেশ করা না যায় অথবা কোনো একজনকে টেনে পেছনে আনা সম্ভব না হয়, কিংবা ইমামের ডানে গিয়ে দাঁড়ানো যদি সম্ভব না হয় তবে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে তাকে মজবুর ও নিরুপায় হিসেবে গণ্য করা হবে। এমতাবস্থায় সে সফের পেছনে একাকী সালাত পড়তে বাধ্য হলে আশা করা যায় তার সালাত হয়ে যাবে। কিন্তু উপরিউক্ত প্রচেষ্টাসমূহের কোনো একটি বাদ রেখে সফের পেছনে একাকী ইকতেদা করলে তাকে পুনরায় সালাত পড়তে হবে।

ইমাম তিরমিযি বলেন-

سَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ اِذاَ صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ خَلْفَاالصَّفِّ فَاِنَّهُ يُعِيْدُ- (الترمذى ١/٥٥ باب ماجاء فى الصلاة خلف الصف وحده)

অনুবাদঃ আমি জারুদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ওয়াকিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি সফের পেছনে একাকী সালাত পড়লে পুনরায় সে সালাত পড়বে।

(তিরমিযি-১/৫৫, অধ্যায়-সফের পেছনে একাকী সালাত পড়া সম্পর্কে যা এসেছে।)

আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী বলেন-

اَلْاِعَادَةُ عِنْدَ اَحْمَدَ لِبُطَلاَنِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَنَا لِاَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْكَرَاهَةِ تَحْرِيْمًا --- فَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ اَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ مُؤَدَّاةٍ عَلَى اْلكَرَاهَةِ تَحْرِيْمًا سَبِيْلُهَا الْاِعَادَةُ سَوَاءٌ كَانَتِ الْكَرَاهَةُ دَاخِلَةً أَوْ خَارِجَةً-

(العرف الشذى على الترمذى- ص-١٢٨ تحت باب ماجاء فى الصلاة خلف الصف وحده)

অনুবাদঃ (সফের পেছনে ইমামের ইকতেদা করে একাকী সালাত পড়লে তা পুনরায় পড়তে হবে।) আহমদ (রঃ)-এর (ইজতেহাদ অনুসারে) তা পুনরায় পড়তে হবে সালাতটি বাতিল হয়ে যাবার ফলে। আর আমাদের (হানাফিগণের) নিকট পুনরায় পড়তে হবে, সালাতটি মাকরূহে তাহরিমা আদায় হওয়ার কারণে। কেননা, হেদায়া গ্রন্থের প্রকাশ্য ভাষ্য অনুসারে, যে সালাত মাকরূহে তাহরিমাসহ পড়া হয় তা পুনরায় পড়াই হলো সঠিক পন্থা। মাকরূহে তাহরিমা কাজটি সালাতের ভেতর হোক কিংবা বাইরে।

(আল-আরফ আস-সাজী আলা আত-তিরমিযি-১২৮। সফের পেছনে একাকী সালাত সম্পর্কে যা এসেছে এ অধ্যায়ের অধীনে)

বস্তুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সফের পেছনে ইমামের ইকতেদা করে একাকী দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন এবং জনৈক সাহাবী এরূপ সালাত পড়ার পর তাকে পুনরায় সে সালাত পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ-১১

ইমাম ও মুসল্লীগণের কাতারের মধ্যে কতটুকু ব্যবধান থাকলে ইমামের একতেদা বা অনুসরণ বৈধ হতে পারে?

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (র:) সহীহ আল-বুখারী-১/১০১, পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত অধ্যায়টি সংযোজন করেছেন-

بَابٌ اِذَاكَانَ بَيْنَ الْاِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ اَوْسُتْرَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ اَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ وَ قَالَ اَبُو مِجْلَز يَأْتَمُّ بِالْاِمَامِ وَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيْقٌ اَوْ جِدَارٌ اِذَاسَمِعَ تَكْبِيْرَ الْاِمَامِ– عَن عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِه وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيْرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ اُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِه فَاَصْبَحَ فَتَحَدَّثُوْا بِذَالِكَ فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَه اُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلْاتِه صَنَعُوْا ذَالِكَ لَيْلَتَيْنِ اَوْثَلَاثًا حَتَّى اِذَاكَانَ بَعْدَ ذَالِكَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا اَصْبَحَ ذَكَرَ ذَالِكَ النَّاسُ فَقَالَ اِنِّي خَشِيْتُ اَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلٰوةُ اللَّيْلِ–

অনুবাদ: অধ্যায়-ইমাম এবং মুসল্লী সম্প্রদায়ের মাঝে কোনো প্রাচীর কিংবা সুতরা থাকা।

হাসান (বসরী) বলেন-তোমার মধ্যে এবং ইমামের মধ্যে একটি নদী ব্যবধান থাকলেও (তার পেছনে) সালাত পড়তে কোনো ক্ষতি নেই। আবু মিজলাজ বলেন, কোনো ব্যক্তি ইমামের তাকবির শুনলে, সে ইমামের একতেদা করবে যদিও তাদের দুজনের মাঝে কোনো রাস্তা কিংবা কোনো প্রাচীর থাকে। আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় তার কক্ষে সালাত পড়ছিলেন, তাঁর কক্ষের দেয়াল ছোট ছিল, মানুষেরা নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবয়ব দেখতে পেল। ফলে কিছু মানুষ তাঁর সালাতের একতেদা করে সালাত পড়ার জন্য তাঁর সাথে (দেয়ালের বাইরে) দাঁড়িয়ে গেল। নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোর করলেন, লোকেরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা

করলো। তিনি দ্বিতীয় রাত সালাতে দাঁড়ালেন। কিছু লোক তাঁর সালাতের একতেদা করে তাঁর সাথে (দেয়ালের বাইরে) দাঁড়িয়ে গেল। এ কাজটি তারা দু'রাত অথবা তিন রাত করলো এর পরের (রাত) যখন হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে গেলেন, তিনি আর (কক্ষের দিকে) বের হলেন না। তিনি যখন ভোর করলেন, লোকেরা বিষয়টি আলোচনা করলে তিনি বললেন, রাতের সালাত তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয় কিনা এ ভয় করেছি। (এ জন্যই আমি রাতের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হইনি)। আল্লামা আইনী বলেন-

وَهُوَ الْمَنْقُوْلُ عَنْ اَنَسٍ وَاَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ سِيْرِيْنَ وَسَالِمٍ وَكَانَ عُرْوَةُ يُصَلِّى بِصَلاَةِ الْاِمَامِ وَهُوَ فِى دَارٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيْقٌ وَقَالَ مَالِكٌ لَا بَاسَ اَنْ يُصَلِّىَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاِمَامِ نَهْرٌ صَغِيْرٌ اَوْ طَرِيْقٌ- وَكَذَالِكَ السُّفُنُ الْمُتَقَارِبَةُ يَكُوْنُ الْاِمَامُ فِى اِحْدَاهَا تُجْزِيْهِمُ الصَّلَاةَ مَعَهُ- (عمدة القارى ٤/٣٦٦)

অনুবাদঃ এভাবে সালাত পড়ার বৈধতা বর্ণিত হয়েছে আনাস, আবু হুরায়রা, ইবনু সিরিন এবং সালেম থেকে ওরওয়া (রাঃ) ইমামের সালাতের একতেদা করে সালাত পড়তেন এমন ঘরে থাকা অবস্থায় যে ঘর ও মসজিদের মাঝে একটি রাস্তা রয়েছে। ইমাম মালেক বলেন, মুক্তাদী এবং ইমামের মাঝে একটি ছোট নদী কিংবা রাস্তা থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। তেমনিভাবে যেসব নৌকা কাছাকাছি অবস্থান করছে সেগুলোর কোনো একটিতে ইমাম থাকলে অন্যান্য নিকটতম নৌকার যাত্রীরা তার সাথে একতেদা করে সালাত পড়লে তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

(উমদাতুল কারী-৪/৩৬৬)

অবশ্য একদল ইমাম উপরিউক্ত অভিমতের বিরোধিতাও করেছেন ইমাম শা'বী, ইবরাহিম এভাবে সালাত পড়াকে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রাস্তায় সফগুলো পরস্পর সংযুক্ত না হলে সালাত যথেষ্ট হবে না।

অনুচ্ছেদ-১২

কাতারে অবস্থিত মুসল্লীগণ ইকামাতের সময় কখন দাঁড়াবেন?

এই মাসআলাটির বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلوةُ فَلَاتَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِى – (االبخارى ١/٨٨ باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامة)

অনুবাদঃ যখন সালাতের ইকামাত দেয়া হবে তখন তোমরা দণ্ডায়মান হইও না, যাবৎ আমাকে দেখবে। (আল-বুখারী-১/৮৮ অধ্যায়-মানুষেরা কখন দাড়াবে? ইকামাতের সময় যখন তারা ইমামকে দেখবে।)
আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِى قَدْ خَرَجْتُ وَ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ (مسلم رقم– ٦٠٤ فى المساجد باب متى يقوم الناس للصلاة– ابو داود رقم– ٥٣٩ و ٥٤٠ فى الصلاة باب فى الصلاة تقام ولم يأت الامام ينتظرونه قعودا– والترمذى رقم– ٥٩٢ فى الصلاة باب كراهية ان ينتظر الناس الامام و هم قيام – والنسائى ٨١/٢ فى الامامة– باب قيام الناس اذا رأوا الامام–)

অনুবাদঃ যখন সালাতের ইকামত দেয়া হয়, তখন তোমরা দাঁড়াবে না যাবৎ আমাকে বের হতে দেখবে। আর তোমরা ধীরতা ও প্রশান্তিকে আঁকড়ে ধর। (মুসলিম-নম্বর-৬০৪, মাসাজিদ পর্ব। অধ্যায়-মানুষেরা সালাতের জন্য কখন দাঁড়াবে? আবু দাউদ, নম্বর-৫৩৯ এবং ৫৪০, সালাত পর্ব। অধ্যায়- যে সালাতের ইকামাত দেয়া হয়েছে অথচ ইমাম আসেনি, তবে তারা বসে তার অপেক্ষা করবে। তিরমিযি নম্বর-৫৯২, সালাত পর্ব। অধ্যায়-মুসল্লীগণ দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষা করা মাকরূহ। নাসায়ী-২/৮১, ইমামত পর্ব। অধ্যায়-মানুষদের দণ্ডায়মান, যখন তারা ইমামকে দেখবে।)
আল্লামা আইনী বলেন-

করলো। তিনি দ্বিতীয় রাত সালাতে দাঁড়ালেন। কিছু লোক তাঁর সালাতের একতেদা করে তাঁর সাথে (দেয়ালের বাইরে) দাঁড়িয়ে গেল। এ কাজটি তারা দু'রাত অথবা তিন রাত করলো এর পরের (রাত) যখন হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে গেলেন, তিনি আর (কক্ষের দিকে) বের হলেন না। তিনি যখন ভোর করলেন, লোকেরা বিষয়টি আলোচনা করলে তিনি বললেন, রাতের সালাত তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয় কিনা এ ভয় করেছি। (এ জন্যই আমি রাতের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হইনি)। আল্লামা আইনী বলেন-

وَهُوَ الْمَنْقُوْلُ عَنْ اَنَسٍ وَاَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ سِيْرِيْنَ وَسَالِمٍ وَكَانَ عُرْوَةُ يُصَلِّى بِصَلاَةِ الْاِمَامِ وَهُوَ فِى دَارٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيْقٌ وَقَالَ مَالِكٌ لَا بَاسَ اَنْ يُصَلِّىَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ نَهْرٌ صَغِيْرٌ اَوْ طَرِيْقٌ- وَكَذَالِكَ السُّفُنُ الْمُتَقَارِبَةُ يَكُوْنُ الْإِمَامُ فِى اِحْدَاهَا تُجْزِيْهِمُ الصَّلَاةَ مَعَهُ- (عمدة القارى ٤/٣٦٦)

অনুবাদঃ এভাবে সালাত পড়ার বৈধতা বর্ণিত হয়েছে আনাস, আবু হুরায়রা, ইবনু সিরিন এবং সালেম থেকে ওরওয়া (রা:) ইমামের সালাতের একতেদা করে সালাত পড়তেন এমন ঘরে থাকা অবস্থায় যে ঘর ও মসজিদের মাঝে একটি রাস্তা রয়েছে। ইমাম মালেক বলেন, মুক্তাদী এবং ইমামের মাঝে একটি ছোট নদী কিংবা রাস্তা থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। তেমনিভাবে যেসব নৌকা কাছাকাছি অবস্থান করছে সেগুলোর কোনো একটিতে ইমাম থাকলে অন্যান্য নিকটতম নৌকার যাত্রীরা তার সাথে একতেদা করে সালাত পড়লে তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

(উমদাতুল কারী-৪/৩৬৬)

অবশ্য একদল ইমাম উপরিউক্ত অভিমতের বিরোধিতাও করেছেন ইমাম শা'বী, ইবরাহিম এভাবে সালাত পড়াকে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রাস্তায় সফগুলো পরস্পর সংযুক্ত না হলে সালাত যথেষ্ট হবে না।

অনুচ্ছেদ-১২
কাতারে অবস্থিত মুসল্লীগণ ইকামাতের সময় কখন দাঁড়াবেন?

এই মাসআলাটির বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَاتَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِى – (االبخارى ١/٨٨ باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامة)

অনুবাদঃ যখন সালাতের ইকামাত দেয়া হবে তখন তোমরা দণ্ডায়মান হইও না, যাবৎ আমাকে দেখবে। (আল-বুখারী-১/৮৮ অধ্যায়-মানুষেরা কখন দাড়াবে? ইকামাতের সময় যখন তারা ইমামকে দেখবে।)
আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِى قَدْ خَرَجْتُ وَ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ (مسلم رقم– ٦٠٤ فى المساجد باب متى يقوم الناس للصلاة– ابو داود رقم– ٥٣٩ و ٥٤٠ فى الصلاة باب فى الصلاة تقام ولم يأت الامام ينتظرونه قعودا– والترمذى رقم– ٥٩٢ فى الصلاة باب كراهية ان ينتظر الناس الامام و هم قيام – والنسائى ٢/٨١ فى الامامة– باب قيام الناس اذا رأوا الامام–)

অনুবাদঃ যখন সালাতের ইকামত দেয়া হয়, তখন তোমরা দাঁড়াবে না যাবৎ আমাকে বের হতে দেখবে। আর তোমরা ধীরতা ও প্রশান্তিকে আঁকড়ে ধর। (মুসলিম-নম্বর-৬০৪, মাসাজিদ পর্ব। অধ্যায়-মানুষেরা সালাতের জন্য কখন দাঁড়াবে? আবু দাউদ, নম্বর-৫৩৯ এবং ৫৪০, সালাত পর্ব। অধ্যায়- যে সালাতের ইকামাত দেয়া হয়েছে অথচ ইমাম আসেনি, তবে তারা বসে তার অপেক্ষা করবে। তিরমিযি নম্বর-৫৯২, সালাত পর্ব। অধ্যায়-মুসল্লীগণ দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষা করা মাকরূহ। নাসায়ী-২/৮১, ইমামত পর্ব। অধ্যায়-মানুষদের দণ্ডায়মান, যখন তারা ইমামকে দেখবে।)
আল্লামা আইনী বলেন-

إِسْتَحَبَّ عَامَّتُهُمُ الْقِيَامَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ- وَكَانَ أَنَسُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- يَقُوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَكَبَّرَ الْإِمَامُ- وَمَذْهَبُ الشَّافِعِي وَطَائِفَة أَنَّهُ يَسْتَحَبُّ أَنْ لَايَقُوْمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ- وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوْسُفَ- وَعَنْ مَالِك رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : اَلسُّنَّةُ فِي الشُّرُوْعِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَبِدَايَةِ إِسْتِوَاءِ الصَّفِّ : وَقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ يَقُوْمُ --- وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ : يَقُوْمُوْنَ فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (عمدة القارى ٢١٥/٤)

অনুবাদ : অধিকাংশ ফকিহগণ মুয়াজ্জিন ইকামাত শুরু করলে মুসল্লীদের দাঁড়িয়ে যাওয়া মুসতাহাব বলেছেন। আনাস (রা:) দাঁড়াতেন যখন মুয়াজ্জিন বলতো ক্বাদক্বামাতিস সালাহ। ইমাম শাফেয়ী এবং একদল ফকিহের অভিমত হলো মুয়াজ্জিন ইকামাত থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত কেউ না দাঁড়ানো মুস্তাহাব। এটি ইমাম আবু ইউসুফেরও অভিমত। ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত, ইকামাতের পর সফ সোজা করার শুরুতে দাঁড়ানো সুন্নাত। ইমাম আহমাদ বলেন, ক্বাদক্বামাতিস সালাহ বললে দাঁড়াবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ বলেন, হাইয়া আলাস সালাহ বললে কাতারে অবস্থানরত মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন।

(উমদাতুল কারী-৪/৬১৫)

আল্লামা আব্দুল্লাহ আল-জাবরিন তার সিফাতুস সালাহ গ্রন্থে ১৮ পৃষ্ঠায় সমাধানমূলক বক্তব্য দিয়ে বলেন-

فَعَلَى هذَا يَكُوْنُ الْأَمْرُ وَاسِعًا سَوَاءٌ قَامَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْإِمَامِ أَوْ عِنْدَ أَوَّلِ الْإِقَامَةِ- أَوْ عِنْدَ قَدْقَامَتِ الصَّلَاة فَكُلُّ هذِهِ الْحَالاَتِ قَدْ وَرَدَتْ فِيْهَا الْأَدِلَّةُ-

অনুবাদ: বিভিন্ন ধরনের দলিলের ভিত্তিতে বিষয়টি প্রশস্ত বলে প্রতীয়মান হয়। চাই কেউ ইমামকে দেখে দাঁড়িয়ে যাক অথবা

ইকামাতের সময় দণ্ডায়মান হোক অথবা ক্বাদক্বামাতিস সালাহ্ বলার সময়। এসব অবস্থা সম্পর্কেই দলিল এসেছে।
অতএব, উপরিউক্ত যেকোনো সময়ে দাঁড়ালে তা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে মতবিরোধের কোনো প্রয়োজন নেই।

অনুচ্ছেদ-১৩

মসজিদের খুঁটিসমূহের মাঝখানে সফ তৈরি করার বিধান কী ?

এ বিষয়ে মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ আল হাকিম তাঁর আল-মুস্তাদরাক আলা-আস সাহিহাইন গ্রন্থে নিম্নোক্ত দুটো হাদীস বর্ণনা করেছেন-

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْد قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِك أُصَلِّي قَالَ : فَأَلقَوْنَا بَيْنَ السَّوَارِى قَالَ : فَتَأَخَّرَ أَنَسُ- فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ : إِنَّا كُنَّا نَتَّقِى هذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (المستدرك - ١/٣٣٩)

অনুবাদঃ আব্দুল হামিদ ইবনু মাহমুদ বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিকের সাথে সালাত পড়ছিলাম, তিনি বলেন, লোকজন আমাদেরকে খুঁটিসমূহের মাঝে নিক্ষেপ করলো। ফলে আনাস (রাঃ) পিছিয়ে আসলেন, অতঃপর আমরা যখন সালাত শেষ করলাম, তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা এ কাজ (খুঁটির মাঝখানে সারিবদ্ধ হওয়া) পরিহার করতাম। (আলমুস্তাদরাক-১/৩৩৯)
উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযি আব্দুল হামিদ ইবনু মাহমুদ থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

صَلَّيْنَا خَلْفَ اَمِيْر مِنَ الْأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِك كُنَّا نَتَّقِى هذَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفِى الْبَابِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ اِيَاسٍ الْمُزْنِى قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ اَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ-
(الترمذى ١/٥٤ فى الصلاة باب ماجاء فى كراهية الصف بين السوارى- ابو داود- ١/٩٨ فى الصلاة باب الصفوف بين السوارى)

অনুবাদঃ আমরা আমীরগণের মধ্য হতে জনৈক আমীরের পেছনে সালাত পড়েছি, লোকেরা আমাদেরকে বাধ্য করলো, যার ফলে আমরা দুটো খুঁটির মাঝে সারিবদ্ধ হয়ে সালাত পড়েছি। তখন আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ কাজটি আমরা পরিহার করতাম। অর্থাৎ মাঝখানে খুঁটি রেখে আমরা কখনো সালাতের সফ তৈরি করতাম না। এ অধ্যায়ে কুররা ইবনু ইয়াস আল মুযনী থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু ইসা আত তিরমিযী বলেন, আনাস বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।
(তিরমিযী-১/৫৪, সালাত পর্ব। অধ্যায়-খুঁটিসমূহের মাঝে সফ তৈরি করা মাকরূহ হওয়ার বিষয়ে যা এসেছে আবু দাউদ-১/৯৮, সালাত পর্ব। অধ্যায়-খুঁটির মাঝে সফ তৈরি করা।)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ– عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِى وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا–(المستدرك– ١/٣٣٩ قال الحاكم كلا الآسنادين صحيحان–)

অনুবাদঃ মুয়াবিয়া ইবনু কুররা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে খুঁটিসমূহের মাঝখানে সফ তৈরি করে সালাত পড়া থেকে নিষেধ করা হতো এবং প্রচণ্ডভাবে তা থেকে আমাদেরকে বিতাড়িত করা হতো। (আল-মুস্তাদরাক-১/৩৩৯, হাকেম বলেন-উভয় বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ)

মাঝখানে খুঁটি রেখে সফ তৈরি করার বিষয়ে যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কখনো মাঝখানে খুঁটি রেখে সফ তৈরি করতেন না।
অতএব, মাঝখানে খুঁটি রেখে সফ তৈরি করা আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত। এ বিষয়ে এটিই হচ্ছে শরীয়ার বিধান।

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله و صحبه اجمعين